মহাবীর সুলতান

# সালাহুদ্দিন আইয়ুবি

| | |
|---|---|
| বই | **মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি** |
| লেখক | ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি |
| ভাষান্তর | সাঈদুল মুস্তফা, মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন, মুফতি মাহমুদুল হাসান |
| সম্পাদনা | নেসারুদ্দীন রুম্মান |
| নিরীক্ষণ | মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন, আল-আমিন ফেরদৌস ও অন্যান্য |
| প্রকাশক | মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান |
| প্রচ্ছদ | আবুল ফাতাহ মুন্না |
| অঙ্গসজ্জা | মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম |

মহাবীর সুলতান

# সালাহুদ্দিন আইয়ুবি

[প্রথম খণ্ড]

ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

# মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি

ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি

প্রকাশকাল : বইমেলা ২০২১

প্রকাশনায়

**মুহাম্মদ পাবলিকেশন**

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮

১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

স্বত্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

**অনলাইনে অর্ডার করুন**

ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ

**www.wellreachbd.com**

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮

১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৪০, ০১৬৩১-৩৪ ৫১ ৯১

অথবা **rokomari.com, wafilife.com** & **Bookriver**-এ

**বইমেলা পরিবেশক**

বাংলার প্রকাশন

**মূল্য : BD ৳ ৬৫০, US $ 20, UK £ 15**

**MOHABIR SULTAN SALAHUDDIN AYUBI**

Writer : Dr. Ali Muhammad Sallabi

Published by

**Muhammad Publication**

Islami Tower, Underground, Shop # 18

11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100

+88 01315-036403, 01623-334342

https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/

muhammadpublicationBD@gmail.com

www.muhammadpublication.com

**ISBN : 978-984-95222-3-2**

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

## অর্পণ

আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা উঁচু রাখতে
ও দ্বীনের সাহায্যে সংকল্পবদ্ধ প্রতিটি মুসলিমের
প্রতি এ বইটি উৎসর্গ করছি; আল্লাহর সুন্দরতম নাম
ও গুণসমূহের অসিলায় তাঁর কাছে প্রার্থনা করি,
যেন এই বই শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا

সুতরাং যে তার রবের সাথে সাক্ষাত কামনা করে, সে
যেন সৎকাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে
কাউকে শরিক না করে। [সূরা কাহাফ, আয়াত : ১১১]

—লেখক

# প্রকাশকের কথা

ইতিহাসকোষের ধারাবাহিক প্রকাশনায় আমাদের আরেকটি অনবদ্য সংযোজন—ইতিহাসের আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বলতর নক্ষত্রগুলোর অন্যতম চরিত্র—*মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি*। ক্রুসেড যুদ্ধের বীভৎসতার বিপরীতে ন্যায়ের পতাকা হাতে ঝড়ের বেগে আত্মপ্রকাশ-করা এক মহাবীর! ইতিহাস যাকে 'ক্রুসেডারদের আতঙ্ক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

এ গ্রন্থে ড. সাল্লাবি পরিবেশন করেছেন ক্রুসেডার ও ইসলামি শিবিরের মধ্যে আবর্তিত চিরবৈরী সংঘাত-সংঘর্ষের প্রামাণিক আদ্যোপান্ত; আইয়ুবি রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার প্রাক্কালে ক্রুসেড যুদ্ধগুলোর জটিল সমীকরণ। লেখক উপস্থাপন করেছেন সালাহুদ্দিন আইয়ুবির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠার পিছনে পুঞ্জীভূত পটভূমির প্রভাব ও ভূমিকা। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণের আড়ালে তার নিরঙ্কুশ আত্মত্যাগের দাস্তান আর পরাক্রমশালী এ সুলতানের নিকট উলামা ও ফুকাহাদের কী ছিল মর্যাদা ও অবস্থান—তা-ই এ বইয়ের প্রতিপাদ্য।

এরপর লেখক পুরো একটি অধ্যায় সাজিয়েছেন শুধুমাত্র হিত্তিন যুদ্ধ ও বায়তুল মাকদিস বিজয়ের ঐতিহাসিক বিবরণে; তুলে এনেছেন সেই রক্তক্ষয়ী মরণযুদ্ধের বিজয় ও নানারৈখিক অর্জনের পিছনকার মূল রহস্যটুকু; পৃষ্ঠার গায়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন কল্পনাকেও-হার-মানানো ক্রুসেডারদের নৃশংসতার উন্মাদনার ইতিবৃত্ত!

তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধের নিখুঁত ঘটনাপঞ্জি, এর পরিপ্রেক্ষিতে বায়তুল মাকদিস পুনরুদ্ধারে পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে-পড়া সর্বাত্মক বিষবাষ্পের স্বরূপও উন্মোচন করেছে এ গ্রন্থ।

সবশেষে আলোচিত হয়েছে মহাবীর সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মৃত্যুঘটনা; তার মৃত্যুতে গণমানুষের মাঝে ছেয়ে-যাওয়া শোকের ছায়াটুকু ধরা আছে এ বইয়ের পাতায়।

ইউরোপিয়ান ইতিহাসবিদগণও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন এ মহাবীরের হৃদয়ের গরিমার কথা; লৌহবর্মের পিছনে অপূর্ব সৌহার্দ্যে মথিত ছিল তার জীবন! তার অনবদ্য ন্যায়পরায়ণতা, অনুপম শক্তিমত্তা ও অভূতপূর্ব মমতাময়তা তমসাচ্ছন্ন ক্রুসেডের যুগে কীভাবে মুমূর্ষ মানবতার জন্যে খোদায়ি উপহার হয়ে এসেছিল, তারা কবুল করেছেন।

আর এ বইয়ের বিবরণের খতিয়ান কী দেবো! এ মহাবীরের জীবনই এমন, লিখতে গেলেই ইতিহাসের বর্ণনারীতিতে এক ভিন্ন ধাঁচের জোগাড় ঘটে যায়!

এই বীরের জীবনী নিঃসন্দেহে যুগ-যুগান্তর ধরে মুসলিম সন্তানদের মনে জাগাবে ইস্পাতকঠিন সাহস, সঞ্চার করবে এমন প্রাণশক্তি, যা সোনালি অতীতকে আবারো ফিরিয়ে আনতে অনুপ্রেরণা জোগাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

বৃহৎ কলেবরের এ বইটিকে আমরা দুটি খণ্ডে প্রকাশ করছি। প্রথম খণ্ডের অনুবাদ করেছেন :—সাঈদুল মুস্তফা, মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন ও মুফতি মাহমুদুল হাসান। দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ করেছেন :—মুফতি মাহমুদুল হাসান, মাওলানা মুঈনুদ্দীন ইবাদুল্লাহ ও হেদায়াতুল্লাহ। তাদের সম্পর্কে কিছুই বলতে চাই না। তাদের সম্পর্কে পাঠক বলবেন; সেই অপেক্ষায় রইলাম। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

বইটির নিরীক্ষণে ছিলেন আপনাদের পরিচিত মুখ—*ইহুদি ও খ্রিষ্টান জাতির ইতিহাস* ও *হিন্দু জাতির ইতিহাস*-এর সম্মানিত অনুবাদক মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন। তার সম্পর্কে ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন। তাই নতুন করে কিছু বলার নেই। আরও ছিলেন সুহৃদ আল আমিন-ফেরদৌস; আমাদের প্রকাশিত *নজরের হেফাজত* ও সদ্যপ্রকাশিত আরও কিছু বইয়ের মাধ্যমে

তিনি ইতিমধ্যে আপনাদের মন ছুঁয়েছেন। পাঠককে মোহিত করার মতো আরও কিছু কাজ তিনি করছেন। আল্লাহ তাদের উভয়কেও উত্তম বিনিময় দান করুন।

নেসারুদ্দীন রুম্মান। মুহাম্মদ পাবলিকেশন-এর পাঠকপ্রিয় কিছু বইয়ের সম্পাদনা করে ইতিমধ্যে তিনি নতুন করে মুহাম্মদ-এর পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। এ ধরনের বই তার সম্পাদনা ছাড়া কেমন যেন অপূর্ণ মনে হয় আজকাল!

হ্যাঁ, সম্পাদনার এ কঠিন কাজটি এবারও তিনিই করেছেন। নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা ও পারিবারিক ব্যস্ততা মাথায় চেপে, মায়ের অসুস্থতার দুঃখবোধ বুকে ব্যেপে এবং আরও বহুবিধ জটিলতাকে দমে অনবরত কাজ করে গিয়েছেন তিনি। মুহাম্মদ-পরিবারকে তার কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে এবার একটু বেশিই বাধ্য করে তুললেন তিনি। আল্লাহ তার মাকে পূর্ণ সুস্থতা দান করুন। সব ধরনের সমস্যা দূর করুন। তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আল্লাহর বেশুমার শুকরিয়া আদায়ের পর আমি কৃতজ্ঞ আমার টিমের প্রতি—যাদের রাতজাগা, ঘামঝরা পরিশ্রমে আমরা আপনাদের কাছে এমন কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু ক্রমাগত তুলে দিতে পারছি।

সবশেষে পাঠককে বলব—আমাদের এ রাতজাগা, আমাদের এ কষ্ট, অর্থ-সংকটের টেনশন, সবই আপনাদের জন্য। আপনারাই পারেন আমাদের কাজ করার আগ্রহ-উদ্দীপনা আরও বাড়াতে, আরও জিইয়ে রাখতে পারেন; বরাবরের মতো আপনাদের আবেগঘন সাড়া আর একটু পাশে থাকার নিশ্চয়তার প্রতিই আমাদের বিনীত আশাবাদ। জমির কর্ষণের কাজ আমাদের, ফসল দেবেন তো রহমান!

অনুরোধ থাকবে—যদি বইয়ের কোনো ভুল-ত্রুটি বা অসংগতি আপনাদের নজরে পড়ে, অবশ্যই আমাদের জানাবেন—জানিয়ে বাধিত করবেন; আমরা সংশোধন করে নেব।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন।

বরাবরই বিশ্বাস করি—আমাদের যা কিছু ভালো, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাঁর দয়ায়। আর যা অসুন্দর বা অকল্যাণকর, তার সবই আমাদের সীমাবদ্ধতা ও জ্ঞানের অপূর্ণতার কামাই। তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।

**—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান**
২৬ মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

# অনুবাদকের কথা

আলহামদু লি আহলিহি, ওয়াস সালাতু আলা আহলিহা...

ইসলামের ইতিহাসে যতটা ছন্দ আছে, এর বিজয়ের গল্পে যতটুকু জৌলুস মিশে আছে, তার ছিটেফোঁটাও আমরা পাইনি অনেক কাল ধরে। কারণ, আমাদের গৌরবের ইতিহাস পড়তে হয়েছে আমাদের শত্রুদের লেখা থেকে। যেখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে সংমিশ্রিত হয়েছে জালিয়াতি, অপবাদ, দুরভিসন্ধি ও ভ্রান্তির কপটতা। সত্যের অন্বেষণে ইতিহাসপড়ুয়া মুসলিমসমাজ বহু কাল এসব অবিমিশ্রিত ভেজাল গিলতে গিলতে এতটাই অন্তর্ধোলাইয়ের শিকার হয়েছে যে, ইসলামের বিজয়ের ইতিহাসগুলোও ছিল একেকটি নৃশংসতার গল্প! কিন্তু উদারতা, ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য দিয়ে যে ইতিহাস বুনেছিল মুসলিম বিজেতাগণ, তা খোদ মুসলিমদের অলক্ষ্যেই ছিল আবহমানকাল থেকে।

অধুনা এ কুহেলিকা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে মুসলিম-বিশ্ব। পর্দায় আবির্ভূত হয়েছেন এমন কয়জন সত্যান্বেষী ইতিহাসবিশারদ, যারা শত-সহস্র পঙ্কিলতা ছেঁকে উত্তোলন করেছেন মুসলিম ইতিহাসের নিরেট সত্যকে, আহরণ করে এনেছেন শুভ-শুভ্র বাস্তবতা। এই পরিশ্রমী ইতিহাসবিদদলের দিকপাল হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি। তার কলমের ভিসুভিয়াস জ্বালিয়ে ছারখার করে চলেছে ভ্রান্তির বেড়াজাল, জালিয়াতির অভিশপ্ত দলিল।

ইতিহাসবিধৌত পর্যায়ক্রমগুলোকে তিনি পরিবেশন করে যাচ্ছেন ধাপে ধাপে, যার পরিণত আরেকটি পাটাতন হলো বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি—যা নতুন

করে পরিচয় করিয়েছে ইসলামের পাঁচ খলিফার পরে স্থান-করে-রাখা অন্যতম সফল মুসলিম সেনাপতিকে। তার উঠে আসার পিছনের ইতিহাসকে নতুন করে পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাঁর বিজয় ও সাফল্যের নেপথ্যকারণ ও অনুঘটকসমূহ। সর্বোপরি গ্রন্থটি মহাবীর সালাহুদ্দিন আল-আইয়ুবির জীবনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ চুলচেরা বিশ্লেষণ।

একজন সালাহুদ্দিন কখনোই কাকতালীয় ঘটনামাত্র নন! আকস্মিক বিজলির মতো ক্ষণস্থায়ী সমীকরণও তিনি ছিলেন না; ছিলেন না ধূমকেতুর মতো বিচ্ছিন্ন কোনো পরিব্রাজক; বরং সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ছিলেন শতাব্দীর চাহিদা, পবিত্র ভূমির আকুতি, মুসলিমবিশ্বের মানসপুত্র এবং ক্রুসেডের কফিনে শেষ পেরেক! তাই ব্যক্তি-সালাহুদ্দিনের জীবদ্দশার ইতিহাস বর্ণনা কখনোই এ মহাবীরকে তুলে ধরতে যথেষ্ট নয়। তার সময়কালের ক্ষুদ্র ব্যাপ্তিতে বিস্ফোরিত-হওয়া বিশাল বিজয়গাথা বুঝতে হলে ফিরে যেতে হবে আরও পিছনে, যেখানে বপিত হয়েছে তার আগমনী বীজ। চোখ মেলতে হবে তার অন্তর্ধানেরও আরও পরের সময়কাল জুড়ে, যেখানে তার রেখে-যাওয়া পদচিহ্ন তখনো অমলিন। তাই লেখক সাল্লাবি তার গ্রন্থ শুরু করেছেন একেবারে সূচনাপর্ব থেকে, আদতে যেখান থেকে পৃথিবী একটু একটু করে নিজেকে সাজিয়ে নিচ্ছিল আইয়ুবিকে অভ্যর্থনা জানাতে। লেখক আলোচনা শেষও করেছেন এমন এক বিন্দুতে, যেখান থেকে আইয়ুবি পার হয়েছেন মহাকালের বৈতরণী; অলৌকিকভাবে ছুঁয়ে গেছেন আগত-অনাগত শত্রুদের অন্তরকেও।

গ্রন্থটির সবচেয়ে চমকপ্রদ ও প্রজ্ঞার দিকটি হলো সাল্লাবির অসামান্য বিশ্লেষণদক্ষতা। প্রতিটি ঘটনার অন্তর্নিহিত দিকগুলো সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন এই মেধাবী লেখক। পয়েন্ট আকারে দেখিয়েছেন—কীভাবে ঘটনার পিছনে অনুঘটকগুলো ট্রিগারের মতো কাজ করেছে। বিজয় কিংবা ব্যর্থতার নেপথ্যের কারণ উদ্ঘাটন করেছেন। জট খুলেছেন গোলকধাঁধার, সমাধা করেছেন অমীমাংসিত বিষয়।

অনুবাদ করতে গিয়ে আমরা বারবার হারিয়ে গিয়েছি ঘটনার দৃশ্যপটে। নিজেকে আবিষ্কার করেছি সালাহুদ্দিন, সাকমান, নুরুদ্দিন, জাকারমাশের মতো নক্ষত্রদের পাশে। অনুবাদের পরতে পরতে আমরাও ঘোড়া ছুটিয়েছি বসতি থেকে সমরাঙ্গনে। মহানায়কদের মৃত্যুর সাথে সাথে নিজেরাও যেন সমাহিত হয়েছি, আবার জেগে উঠেছি নতুন কোনো মহাবীরের আবির্ভাবে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পাড়ি দিয়েছি পাঠকের হাতে অবিসংবাদিত এই মহাবীরকে তুলে দেওয়ার জন্য।

এই কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের কাফেলায় ছিলেন সাঈদুল মোস্তফা, যিনি বর্তমানে ইতিহাস নিয়েই সৌদি আরবে উচ্চতর শিক্ষায় অধ্যয়ন করছেন; আরেকজন মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন, যিনি তার পুরোটা ব্যয় করেছেন নিপুণভাবে অনুবাদ পরিবেশন করার জন্যে আর মুফতি মাহমুদুল হাসান আমাদের আরেক সহকর্মী, যার কলমের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে কালজয়ী এই মহাবীরের জীবনী।

অনেক কাল পরে হলেও ইসলামি ইতিহাসচিন্তার অঙ্গনে আবার প্রাণসঞ্চার হচ্ছে, নতুন করে রচিত হচ্ছে মুসলিম ইতিহাস। সভ্যতার অবকাঠামোয় যে অসঙ্গতি এত দিন দগদগে ঘা হয়ে ছিল, সেখানে এখন সুস্থতা ও বিশুদ্ধতার প্রলেপ। সাল্লাবির মতো নন্দিত ইতিহাসবিদদের হাতে আবারও গড়ে উঠুক ইতিহাসের সত্যিকারের কেল্লা। তাদের কলমের কালি এঁকে চলুক সোনালি প্রজন্মের রক্তে অঙ্কিত মানচিত্র...

**—সাঈদুল মোস্তফা**
অনুবাদবৃন্দের পক্ষে

# এখনো জ্বেনাকি জ্বলে

ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক অনেক ক্ষত ও পীড়া নিয়ে এ-রচনার শুরু। মানুষ পরিচয়ের পর প্রাত্যহিক জীবনে যে আমাদের আরেকটি পরিচয় রয়েছে—পুরুষ, সে-পরিচয় তো শুধু পরিচয়মাত্র নয়, অনেক দায়িত্ব ও বোঝার পাহাড়ও। আর দায়িত্বও এমন এক মধুর ও অন্তর্তর ব্যাপার, সব সময়ই কিছু কাজ ও তোড়জোড়ের আনাগোনাই যেখানে শেষ কথা নয়; সেখানে রয়ে গেছে বেদনা ও সংবেদনার অনেক পর্যায়,—ভাব ও অনুভব্যের অনেক বিষয়,—সঙ্গ ও সম্পর্কের অনেক কড়চা। আজ এই কাজের শেষ আর পেছনে-ফেলে-আসা ওই দায়িত্ব ও বোঝার পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে 'হৃদি ভেসে যায়'; সঙ্গে হাঁপ ছেড়ে কিছুটা উপশমও জাগে—অন্তত কাজ তো শেষ হলো! তোমার রূপরাঙা পদে সেজদা, হে রহমান!

আর যে-জীবনকে বলছি নৈর্ব্যক্তিক, তা কি শুধু এইজন্য, তা 'একমাত্র ব্যক্তি-নেসারুদ্দীন-সংশ্লিষ্ট' নয়? কিন্তু যদি তার দিকে তাকাই ইকটু প্রসারিত চোখে, ইকটু সম্প্রসারিত দৃষ্টিতে, তাও কি আসলে নয় আমারই জীবনের বিস্তারিত ছবি? আসলে এভাবে ভাবলে নৈর্ব্যক্তিকতা বলতে কিছু নেই; সবই আমার। আর সবই যখন আমার বিষয় হয়ে ওঠে, তখন আমার ক্ষতগ্রস্ত ও পীড়িত না-হয়ে তো উপায় নেই!

প্রিয় পাঠক, একদিন, যখন এ-বইয়ের কাজ করছি, কানে তখন গুলির আওয়াজ! সংক্ষুব্ধ, আহতও ভীত জনতা চিৎকার করছে! আর তাদের উপর একাধারে চলছে গুলি, নাগারে ফুটছে নাম-না-জানা কোনো বিকট বোমা! এই বাস্তবতার হেতু কী, তা না-জানার ভান করে থাকা যায়; কিন্তু ভান কখনো মুক্তি দ্যায় না; ডেকে আনে আরও অজস্র ভান ও ভণিতা।

তাই বাঙলাদেশের মানুষের আজ প্রাথমিক দায়িত্ব এ-নারক-অনুচিত-স্পর্ধিত বাস্তবতার হেতু তালাশ করা। 'কারণ' খুঁজলেই 'উপায়' পাওয়া যাবে—পথের কাছেই পথের ঠিকানা...

*****

যুগপৎ এই সংকটে প্রিয় পাঠক, অনেকবার মন চেয়েছে প্রকাশকের কাছে ওজর কবুল করে কাজ বাদ দিই। যখন ঘর ও বাইরে—দু দিকেই রোগ ও মারীর পতন, তখন সব কিছুই তো অর্থহীন লাগে। মন চেয়েছে; কিন্তু মন এও বলেছে—এটা সমাধান নয়, বরং কাজ করে যাওয়াই মানুষের কাজ।

আর দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় এ-বইটির কাজ করার দরকার ও যৌক্তিকতা আরও জোরালো হয়েছে। কাজের বিষয় তো আলাদা, পাঠক হিশেবে এ-বই পড়ে আমার মনে হয়েছে, মুসলিমজাতিকে রুখে দেওয়ার প্রলম্বিত যে-ধারা, সে-ধারার মুখোমুখি কেন ও কীভাবে আপনাকে দাঁড়াতে হবে, কোন পন্থায় আপনাকে আঁকড়ে ধরতে হবে ইসলাম আর একমুহূর্তের জন্যও কেন ভুলে যাওয়া চলবে না মুসলিম পরিচয়টুকু, সে-সবের উত্তর আর উত্তরণ বিবৃত হয়ে আছে এ-বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে।

মুসলিমদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন হওয়া যে কত জরুরি হয়ে পড়েছে, তা প্রতি মুহূর্তকার প্রেক্ষাপট আমাদের বলে দিচ্ছে। শুধু সেজদা ও মসজিদের বারান্দায় নামাজের ভাগ পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা মুসলিম কোনো দিন জানতে পারে না—কাল কীভাবে তার জায়নামাজে উঠে বসবে কুফরের রাহজান; কেমন করে ছিনতাই হয়ে যাবে তার আজানের সুর; কোন হেতুতে তার দাড়িতে তেড়ে আসবে আবু লাহাবের হাত! হাজার আতিপাত করেও সে এর উত্তর খুঁজে পাবে না; খালি বলতে পারবে—এমন হওয়ার তো কোনো কারণ ছিল না!

খুবই দুঃখ, লজ্জা আর বেদনার কথা এই, আজও বাঙলাদেশের সাধারণ মানুষ, মুসলিম-অমুসলিম—প্রায় সকলেই 'রাজনৈতিক সচেতনতা'র মানে জানেন না। তারা ভাবেন, 'রাজনৈতিক সচেতনতা' মানে কোনো-একটি রাজনৈতিক দল করার বাধ্যকতা! কী আফসোসের কথা! জীবনের এমন বুনিয়াদি দর্শনে যে-জাতির গলত রয়ে যায়, সে-জাতি কখনো কোনো দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না, আত্মপরিচয়ে বলীয়ান হয়ে উঠতে পারবে না; সে-জাতি হবে হিংসুক-পরশ্রীকাতর-হতাশাগ্রস্ত; সে-জাতির খাঁজে-খাঁজে ঢুকে পড়বে অন্ধকারের প্রেম, ভাঁজে-ভাঁজে পুঁজের মতো দলা পাকাবে অবদমিত যৌনগ্রস্ততা; সে-জাতি নিজের তাহজিব-তমদ্দুন,

শেয়ার-ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কারের শেকড় হারিয়ে ফেলবে; তার বাঁশরিতে হাজার উৎপাতের নাদ বাজবে, শুধু ইনসানিয়াতের যে-আদি ও অনিবার্যতম সুর, সে-মোহন বাঁশিটাই বাজবে না!

পাঠক, আপনি ভাবতে পারেন, আমি হতাশার কথা বলছি। ভাবতে পারেন, আমি উঠিয়ে আনছি কেবল শর ও ঝড়ের আওয়াজ। কিন্তু আপনি যা ভাবতে পারেন না, তা হলো—আমি যা বললাম, এর কোনো বাস্তবতাকে আপনি এড়াতে পারেন না! যা ঘটছে, যা চলমান, যার মুখোমুখি আপনি দিনমান আর উদয়াস্তের প্রতিটা ক্ষণে, তা বিবরণ করা হতাশার কথা বলা নয়; তা নিয়ে উৎক্ষিপ্ত হওয়া কেবল শর ও ঝড়ের আওয়াজ তোলা নয়—তার বিবরণ আমরা যে আলোতে নেই, আমরা যে ভালোতে নেই, সেই কথা মনে করিয়ে দেওয়া।

রাজনৈতিক সচেতনতা হলো—আপনার জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু, অন্ন ও বাস্তু সংস্থানের অধিকার; আপনার দেশ-সীমানা-সার্বভৌমত্ব নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক থাকার অধিকার; আপনার দ্বিন-ধর্ম-আদর্শ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে মর্যাদা ও সংরক্ষণ পাবার অধিকার; এ-সব অধিকারে ব্যত্যয় ঘটলে অন্যায়-প্রতিবাদ-আন্দোলনে সে-সব রুখে দাঁড়াতে পারার অধিকার। একটি দেশের জনগণের নির্বিশেষ অধিকার এ-সব। আর যদি সে-জনগণের সিংহভাগ হন মুসলিম, তাহলে প্রিয় পাঠক, এ-রাজনৈতিক সচেতনতার সীমা ও ব্যাপ্তি যে কত সুদূর-বিস্তৃত, তা আপনি অনুমান করতে পারবেন শুধু তখন, যখন আপনার জানা থাকবে—রাষ্ট্রের জনগণের প্রতি ইসলামের কী নির্দেশনা; নাগরিকের প্রতি শরিয়তের কী সম্ভাষ।

তদুপরি মুসলিম নাগরিকের অভিমুখ তো হামেশাই খেলাফতি শাসনব্যবস্থার প্রতি উদগ্র ও অনুরুদ্ধ হয়ে থাকে। কারণ, সে জানে—আজ পৃথিবী জুড়ে যে এত ইজমের ডগমা, এত মতবাদের ছড়াছড়ি—এত আন্দোলন, প্রতিবাদ আর নীতিকথার ছোড়াছুড়ি, এর মূলে প্রকৃত ফলাফলে কিছুই নেই; কোনো ব্যবস্থাতেই ইনসানিয়াতের যথার্থ মুক্তি মিলবে না; মানুষের সামগ্রিক মুক্তির সমাধান খেলাফতে রাশেদায়।

তাই মুসলিম যে-কোনো ইজমের অধীনেই বাস করুক, যে-কোনো তন্ত্রের কোলেই হোক তার জন্ম—প্রথম চোখ খোলা, প্রাণ তার বাধা থাকে খেলাফতে রাশেদার সেই সোনালি তন্তুতে। সে যাবজ্জীবন জুড়েই তার সব কাজের গতিপথের গন্তব্যে এঁকে রাখে—সাইয়েদুনা আবু বকর সিদ্দিকের

সত্য-সুদৃঢ় প্রতীতি, ফারুকে আজমের ন্যায় ও শাসন, উসমানের ঔদার্য ও ক্ষমা, আলি হায়দারের ধৈর্য, দীপ্তি ও সংযম। কারণ, সে জানে, খেলাফতব্যবস্থায় তার বুকের দর বন্দুকের গুলির কাছে কুক্ষিগত থাকবে না; সেখানে একজন মানুষহত্যা সমগ্র মানবতাকে হত্যারই নামান্তর!

*****

প্রিয় পাঠক, পৃথিবীতে প্রায় ২৮০ বছরের একটি শাসনব্যবস্থা টিকে ছিল—ফাতেমি শাসনব্যবস্থা। এর কুশীলবদের কেউ অমুসলিম হিশেবে পরিচিত ছিলেন না, কিম্বা তারা নিজেরাও নিজেদের ইসলামভিন্ন অন্য কোনো ধর্মভুক্ত বলে দাবি করতেন না। কিন্তু সে-শাসনব্যবস্থার কোপে জুমার নামাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আজান হয়েছিল বিকৃত; মাদরাসা-খানকা, আলেম-উলামাসহ সমাজের সর্ব বর্গের মানুষের ধর্মীয় জীবন হয়েছিল বিপন্ন;মসজিদ-মাদরাসা-কার্যালয়ে গুপ্ত ঘাতকেরা ঘুরে বেড়াত হরদোজ, প্রাণ নিত সে-সব প্রতিবাদী মানুষদের, যারা সেই শঠ ও প্রতারক শাসকগোষ্ঠীর ছল ও খলের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার ও দৃপ্তকণ্ঠ!

এবার আজকের পৃথিবীতে তাকান; তাকান প্রতিবেশ ও স্বদেশে; কোনো ব্যত্যয় কি চোখে পড়ে আপনার? আপনার কি মনে হয় না, যে-শাসনব্যবস্থায় পড়ে রয়েছি আমরা, তা প্রতিনিয়ত নতুন-নতুন ফাতেমি সাম্রাজ্যের দিকেই আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে! আমাদের জীবন, সম্পদ ও দ্বিন খোয়া চলে যাচ্ছে ক্ষমতার ডাকাতদের কাছে—যাদের ধর্মাধর্ম তো পরের কথা, ন্যূনতম মানবিক বোধও নেই। আপনি কি তাদের হাতে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেবেন আপনার দেশ, সীমানা ও স্বাধীনতা? তাদের নিয়ন্ত্রণে নিরাপদ ভাববেন আপনার শিক্ষা, প্রগতি ও সংস্কার? এই ক্ষমতার বর্গিদের হাতে তুলে দেবেন আপনার মসজিদ-মাদরাসা-খানকা ও অপরাপর দ্বিনি বিদ্যায়তন? নাকি সারা জীবন জুড়েই গড়ে তুলবেন প্রতিরোধ—জীবনের সব ক্ষেত্রেই? নাকি বিশ্বজোড়া ফাতেমি সাম্রাজ্যময় ভুবনে আপনি হয়ে উঠবেন একজন সালাহুদ্দিন—যিনি ফাতেমি সাম্রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে গোর খুঁদেছিলেন সে-নারকীয় সমাজেরই!

*****

অসম্ভব দুর্যোগের মুখে চোখ মেলল এক মানবশিশু। চোখ পিটপিট করে আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সে। ফেরেশতাপ্রতিম শিশুটির প্রতি তার পিতার কোনো মনোযোগ নেই। পিতৃসুখে তার বুক কুলকুল করে উঠছে,

এমন কোনো আভাস তার চোখমুখে দেখা যাচ্ছে না। তিনি শক্ত হয়ে আছেন। কী হয়েছে তার!

ইতিহাসের বিখ্যাত শহর বাগদাদ। এ-শহরের কাছেই বয়ে যাচ্ছে টাইগ্রিস নদী। নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে ছোট-ছোট জনপদ—কোথাও শহরতলি। নদীতীরবর্তী এমনই এক ছোট্ট শহর তিকরিত।নাজমুদ্দিন আইয়ুব এ-নগরদুর্গের কেল্লাবরদার। তার নিরাপত্তায় এ-দুর্গের মানুষ বেশ সুখে-শান্তিতে আছেন। কিন্তু সুখে নেই খোদ নাজমুদ্দিন আইয়ুব! তার মাথায় পাহাড় ভেঙে পড়েছে। সে-পাহাড় না-সরা অবধি তার মুক্তি নেই।

তার ভাই শেরকোহ একটি কাণ্ড ঘটিয়েছে। রাগের বশে হত্যা করে ফেলেছে এক লোককে। যে সে লোক নয়, দুর্গের পদস্থ এক কর্মকর্তা! বদমাশটা যা করেছে, তাতে খুনই উচিত সাজা! কিন্তু কাজি সে-সব শুনবেন কেন! দেশে আইন-আদালত কেন আছে! আসলে এক নারীকে উত্যক্ত করত নিহত ব্যক্তি। সেই নারী শেরকোহের কাছে নালিশ করে। তাতেই এই কাণ্ড।

বাগদাদের গভর্নর বাহরোজের কানে গেল এ-খবর। তিনি ভালোবাসেন নাজমুদ্দিনকে। কিন্তু কী করবেন, কিচ্ছু করার নেই। এ-খবর দু-কান হলে প্রাণে বাঁচবে না নাজমুদ্দিন আর শেরকোহ—কেউই। তিনি রাতের অন্ধকারেই দুজনকে দুর্গ ছাড়তে বললেন; বললেন—পালিয়ে যেতে। সেই নিশুতি রাতে নীরবে দুর্গ ছাড়লেন নাজমুদ্দিন ও শেরকোহ—সঙ্গে দারা-পরিবার!

এমনই ওলটপালট বিপদের রাতে শিশুটির জন্ম। কিন্তু নাজমুদ্দিনের এসব ভালো লাগছে না। খুব অশান্ত তিনি। মাথায় হাজার বিপদের তুফান—মৃত্যুর পরোয়ানা! কোথায় যাবেন—কোনো দিক-খোঁজ নেই! মন চাচ্ছে, শিশুটির গলা চেপে ধরেন...

৫৬৪ হিজরির রজব মাস। পিতা নাজমুদ্দিনকে মিশর নিয়ে এলেন সালাহুদ্দিন আইয়ুবি। তিনি এখন মিশরের বিপুল ক্ষমতাধর মন্ত্রী। এতই প্রতাপ তার, খোদ মিশরের সম্রাট তার কথায় ওঠবস করেন। এমনকি সালাহুদ্দিনের পিতাকে অভ্যর্থনা জানাতে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে নেমে এসেছেন তিনি; দিচ্ছেন রাজকীয় সম্বর্ধনা। পুত্রের এমন পসার দেখে গর্বে কি বুক ভরে উঠল নাজমুদ্দিনের? মনে পড়ল কি সেই বিপদ-কঠিন রাতের কথা, দুর্যোগের ঘোরে যে-রাতে এই সালাহুদ্দিনকে তিনি মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন?...

পাঠক, জন্ম ও রাজ্য দখলের মতো এমনই নাটকীয়তাভরা তার পুরো জীবন। সৈনিক-জীবন থেকে বাইতুল মাকদিস বিজয়ের এ-দীর্ঘ অভিযাত্রায় তিনি এক রহস্যরোমাঞ্চকর চরিত্র—দিগ্বিজয়ী সুলতান! তার জীবন যেখানেই গেছে, সেখানেই গড়ে উঠেছে ইতিহাস। এ-বই—*মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি*—সেই রুদ্ধশ্বাস জীবনেরই দাস্তান; থরেবিথরে সাজানো ঘটনাপ্রবাহ। এ-বই ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসধারার পাণ্ডুক্তেয় ও অনিবার্যতম দলিল। এই দুনিয়ায় স্বাগত।

*****

ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি কৃত *সালাহুদ্দিন আল-আইয়ুবি ওয়া জুহুদুহু ফিল কাজায়ি আলাদ দাউলাতিল ফাতিমিয়্যাহ ওয়া তাহরিরু বাইতিল মুকাদ্দাস*–এর বঙ্গানুবাদ *মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি* মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে ২ খণ্ডে প্রকাশিত হলো। বইয়ের আদ্যোপান্তের খবর খোদ গ্রন্থকারের ভূমিকাতেই রয়েছে। আমি শুধু বলব, সাল্লাবির বইয়ে বিষয় ও বিবরণের এমন গতিশীলতার অভিজ্ঞতা আমার কাছে নতুন। যেহেতু তার বই বিবরণধর্মী ও তথ্যমুখ্য, তাই এমন সাবলীলতা সর্বদাই সুলভ হয় না।

বইটির অনুবাদের একাংশের কাজ করেছেন—সত্যিকারেরনিভৃতচারী আলেম—মুজাহিদুল ইসলাম মায়মুন। তার সাথে আমার পূর্বপরিচিতি রয়েছে। বই-কিতাবের প্রতি নিবিষ্টতায় স্ব-প্রতিষ্ঠানে তিনি সুচেনা একজন। আমি খুব প্রীত, তার সাথে কাজ করার সুযোগ ঘটল। বইপাড়া তার মতো নিবিষ্ট ও ধ্যানী মানুষকে সমাদর করুক, সেই কামনা।

অনুবাদে আরও অংশী ছিলেন :—সাঈদুল মুস্তফা, মুফতি মাহমুদুল হাসান, মাওলানা মুঈনুদ্দীন ইবাদুল্লাহ ও হেদায়াতুল্লাহ। সাঈদুল মুস্তফা নামের সাথে পরিচয় ঘটেছে *উসমানি সাম্রাজ্যের অজানা অধ্যায়* বইয়ের মধ্য দিয়ে, আর *বিশ্বসভ্যতায় মুসলিমদের অবদান* বইটির মাধ্যমে মুফতি মাহমুদুল হাসানের নাম জানতে পেরেছি। আরও দুজনের নাম জানা প্রকাশক-সূত্রে। তাদের পুরোটা কাজে বিশেষ তফাৎ না-থাকায় নামের চেয়ে কাজের প্রতি খেয়াল দিতে আমার বিঘ্ন ঘটেনি। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

নিরীক্ষণের কঠিন ও সশ্রম কাজটি করেছেন দুঁদে ও পরিচিত তিনজন মানুষ :—সুহৃদ আল-আমিন ফেরদৌস, রোকন উদ্দিন এবং নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রতিভাবান তরুণ। কিছু কথা ও নাম লেখা না-গেলেও

কোথাও-না-কোথাও তো লেখা হয়ে যায়! শেষোক্ত তরুণের ইতিহাস-অভিনিবেশ আমার কাজে সবিশেষ সহযোগিতা জুগিয়েছে; তার প্রতি এটুকু কৃতজ্ঞতা না কবুল করে থাকা গেল না। আমি এ-তিনজনকেই আমার বিনীত ও প্রীতিময় শ্রদ্ধা জানাই।

পুরো বইয়ের অনুবাদ মেলাতে গিয়ে মূল গ্রন্থের (২০০৮ দ্বিতীয় সংস্করণ, দারুল মারিফাহ, বৈরুত) বেশ কিছু জায়গায় আমরা অসংগতি পেয়েছি—কখনো বর্ণনার ধারাবাহিকতায়, কখনো শিরোনামের দ্বিরুক্তিতে, কখনো সনের গরমিলে; সেগুলোতে আমরা টীকা টেনে শুধরে নেবার চেষ্টা করেছি। এ-সংশোধনী উপস্থাপন করার আগে স্বয়ং গ্রন্থকারের সরবরাহ-করা একটি সংস্করণ মিলিয়েও আমরা যাচাই করে দেখেছি; উভয় সংস্করণে প্রমাদগুলো অভিন্ন দেখার পরই আমরা টীকাগুলো সংযুক্ত করেছি। সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি ভাষার গতিকে অবলীল ও প্রাঞ্জল রাখার; কী করা গেল, পাঠক বলবেন।

তথ্যে, মুদ্রণে, ভাষায়—কোথাও কোনো আপত্তি, সংশোধনী বা জিজ্ঞাস্য থাকলে আমার মেইলে জানানোর বিশেষ অনুরোধ থাকল। রইল আপনাদের মঙ্গলময় পাঠাগ্রের সবিনয় আশাবাদ।

*****

*মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি*-এর সম্পাদনাকর্মটি আমার এ-যাবৎকার কর্মজীবনের সবচেয়ে শ্রমবহুল কাজের স্মারক হয়ে রইল। শরীর, মন ও পরিবেশের কত চাপ সামলে যে এ-কাজটি আমি করে উঠলাম, তা এখানে বিশদ করতে না-পারলেও কোনো দিন কোথাও করা হবে না, তা নয়; নিশ্চয়ই সে-অভিজ্ঞতা-বিবরণ হবে আনন্দের। কষ্টবহুল এ-কাজটির দিকে তাকালে আমার আনন্দ হয়, পিছনের পরিশ্রম ও ধকলগুলো আর অনর্থক লাগে না—এ-অভিজ্ঞতাইতো একটি মনোরম ব্যাপার। কিন্তু কষ্ট এমনই এক পাথর, ঠিক কোনো খাঁজে জায়গা করে নেয়।

কাজটি করতে-করতে শিমুলের আম্মুর একটি অপারেশন হলো; ইচ্ছে ছিল, যাব, যাওয়া হলো না। অনেকটা দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে শিমুলকে একা-ট্রেনে চাপিয়ে দিলাম। হাত ধরার সময় হাত না-ধরাটাই সবাই দ্যাখে; হাত ধরতে না-পারার অক্ষমতার গল্পগুলো কি অতটা চর্চিত? বাতাসে-ছড়ানো দীর্ঘশ্বাসগুলোর খতিয়ান কি কেউ রাখে? মা, তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো। আল্লাহর আদর, নেক হায়াত ও দীর্ঘ আয়ু তোমার প্রাপ্য হোক।

আকস্মিক একদিন শুনলাম, আমার এক কাজিন মারা গেছেন। ছোটবেলাকার কত স্মৃতি যে রেলের মতো এক দমকায় এসে মিলিয়ে গেল, নিকাশ করতে পারলাম না। শোকস্তব্ধ মন নিয়ে কিবোর্ড চেপে গেলাম। কাজিনের ছেলেটিকে কিছু বলতে চাইলাম; কিছুই বলা হলো না! নিজে তো জানি, পিতৃবিয়োগশোকে সন্তানের মতো কেউ যেমন পোড়ে না, তেমনি কেউ সন্তানের মতো পোড়খাওয়াও হতে পারে না—সেখানে আমি ওকে কী বলে সান্ত্বনা দেব! ভাইয়া, আল্লাহ তোমাকে জান্নাতুল ফেরদৌস আতা করুন।

সবচেয়ে ভেঙে পড়লাম, যখন আম্মুর পা মচকানোর খবর পেলাম! তখনই রওনা দিতে চাইলাম বাড়িতে। মনে হলো, আম্মু খুব একা! কিন্তু আম্মুই প্রবোধ দিয়ে রাখল। দুই দিকে দুই একান্ত মানুষ—যার মতো কোনো একান্ত হয় না—অসুস্থ হয়ে প'ড়ে, অথচ যেতে পারছি না কাজের গরজে, তখন কাজকে খুব নিষ্ঠুর, মারাত্মক আর ভয়ানক লাগল। নিজের করুণ-অসহায় মুখটা আয়নায় দেখতে পেলাম। বুকে একদলা কান্না ডুকর জাগিয়ে গেল।

আম্মু, তোমার প্রতি কোনো কর্তব্যই করি না; তারপরও এত মমতা ধরে রাখ, তোমার প্রতি ক্লান্ত হয়ে উঠি—তোমাকে আর নিতে পারি না; তোমার মমতা দুঃসহ, দুর্বহ আর দুর্মোচ্য লাগে। তুমি এ-জীবনে রহমানের প্রতিরূপ, তাঁর নিবিড়তম আয়না। আমাকে মাফ করে দিয়ো।

তারপর তো পাঠক, গত ও চলমান মার্চ-এপ্রিল জুড়ে কী ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে দেশ জুড়ে, তাতে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছি বারবার। সব বাদ দিয়ে একাকিত্বের দুনিয়ায় গোঁজ হয়ে যেতে মন চাইত খালি, করতে পারতাম না শুধু অঙ্গীকার রক্ষা আর জীবিকার ক্ষমাহীন তাগিদে। তবু, সম্পাদনার কাজ করতে-করতে এ-মহান বীরের জীবনেও দেখেছি হাজার শোকের পাহাড়—তিনি সব লঘু ও স্বাভাবিক করে শুধু ছুটছেন; থেমেছেন কেবল মৃত্যুর কিনারে দাঁড়িয়ে। কাজের আগ্রহ ধরে রাখতে অনেক কিছুর পর এ-শক্তিটুকু কাজ শেষ না-করে হতোদ্যম হতে দেয়নি। হৃদয়ের জানলা চেয়ে দেখেছি—তখনো জোনাকি জ্বলে...

সবশেষে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা আবদুল্লাহ খানের প্রতি; তিনি শেষ পর্যন্ত আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন। নিজেও টুটে যাননি, আমাকেও আগ্রহ ধরে রাখতে অনুরুদ্ধ থেকেছেন। তার প্রতি শুকরিয়া। তার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ হোক। মুহাম্মদ পাবলিকেশনের সকল কলাকুশলীর প্রতিও রইল আমার কৃতজ্ঞতা।

আল মাহমুদের বই পড়তে গিয়ে প্রায়শই উৎসর্গে সৈয়দা নাদিরার নাম দেখতে-দেখতে এ-কবিপত্নীর নামই মুখস্থ হয়ে গেছে। তখন কি বুঝতাম, নারীর কাছে পুরুষের এত দেনা থাকে? যে-কোনো বইয়ে আমার পরিশ্রম যত কঠিন, দীর্ঘ ও নির্বিঘ্ন হয়, সেখানে শিমুলের ধৈর্য ও অপেক্ষার বিনিয়োগ ততটাই। মাঝেমাঝে অনেক ধনী হতে মন চায়। মনে হয়, তাহলে অনেক সময় হতো যৌথ জীবনের—যৌথ যাপনের। শিমুল সে-কথা মানে না। না-মানলে না-মানুক। তাকে যাবজ্জীবন ধৈর্য আর অপেক্ষার সাজা দিলাম...

**—নেসারুদ্দীন রুম্মান**
nesaruddin207@gmail.com

# ভূমিকা

প্রশংসা তো সব আল্লাহর জন্য। তাঁর স্তুতি প্রকাশ করছি, আমরা তাঁর সাহায্য চাই, তাঁর কাছেই হিদায়াত তালাশ করি এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁর আশ্রয় কামনা করছি আমাদের অন্তরের অশুভ বিষয় থেকে আর আমাদের কর্মের অমঙ্গল থেকে। যার হিদায়াতের ফায়সালা তিনি করেন, তার জন্যে গোমরাহির পথ রুদ্ধ; আর যে গোমরাহ হয়, তার হিদায়াতের আর কোনো পথ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, নেই কোনো শরিক। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমনভাবে ভয় করা উচিত, ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাকো। আর অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [আলে ইমরান, আয়াত : ১০২]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

হে মানবসমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে

অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। [সুরা নিসা, আয়াত : ১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا .

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব, আয়াত : ৭০-৭১]

পরকথা—

হে রব, আপনি সন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত আপনার প্রশংসা, আপনি সন্তুষ্ট হওয়া অবস্থায় আপনার প্রশংসা, আপনার সন্তুষ্টির পরেও আপনার প্রশংসা।

গ্রন্থটি মূলত চলমান ক্রম-গ্রন্থনার নতুন সংযোজন। এর আগের গ্রন্থগুলিতে নবুয়ত যুগ, খুলাফায়ে রাশেদার যুগ, উমাইয়া শাসনযুগ, সেলজুক শাসনযুগ, জিনকি রাষ্ট্রীয় শাসনকাল, মুরাবিত ও মুয়াহহিদ শাসনকাল এবং উসমানীয় শাসনামলের উপর আলোকপাত হয়েছে। এর বিষয়বস্তুগুলো ছিল সিরাতুন নবি, আবু বকর, উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনু আফফান, আলি ইবনু আবি তালিব, হাসান ইবনু আলি, মুয়াবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান ও উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন।

এছাড়া কুরআনে সাহায্য ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সূত্র, সানুসি আন্দোলনের পবিত্র ফলাফল, সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ, শায়খ আবদুল কাদির আল-জিলানি, ইমাম আল-গাজালি, সাহাবাদের মতবিরোধের প্রকৃতি উন্মোচন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিক্তিতে খাওয়ারিজ ও শিয়া মতবাদ, কুরআনের মধ্যপন্থা, রাব্বুল আলামিনের সিফাতের ব্যাপারে মুসলিমদের আকিদা ও অপরাপর ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির নামকরণ করেছি *সালাহুদ্দিন আল-আইয়ুবি ওয়া জুহুদুহু ফিল কাদায়ি আলাদ-দাওলাতিল ফাতিমিয়্যাহ ওয়া তাহরিরু বাইতিল*

*মাকদিস*, যা ধারাবাহিক ক্রুসেড যুদ্ধের গুরুত্ববহ অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হবে; যার ফলশ্রুতিতে অভ্যুদয় ঘটেছিল সেলজুক ও জিনকি শাসনযুগের।

আল্লাহ তাআলার সুন্দরতম নামসমূহ ও সুমহান গুণের উসিলায় কামনা করি, গ্রন্থটি যেন কেবল তাঁর সন্তুষ্টি ও মানবতার উপকারের নিমিত্তে হয় এবং বরকত ও গ্রহণযোগ্যতায় উন্নীত হয়। সর্বোপরি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাঁর সুউচ্চ সন্তুষ্টি লাভের সংকল্প ও আন্তরিকতা দান করেন; এ ইতিহাসকোষ বের করার প্রয়াসে পূর্ণতার ফায়সালা করেন।

গ্রন্থটি কয়েকটি মাথা-উঁচু-করা শক্তিবলয়ের সংঘাত নিয়ে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। একটি হলো—ক্রুসেডের নীল নকশা, আরেকটি সুন্নি ইসলামি মানচিত্রের উত্থান-পরিকল্পনা।

**প্রথম অধ্যায়ে** বিবৃত হয়েছে—আইয়ুবি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অব্যবহিতকালপূর্ব ক্রুসেডের যুদ্ধসমূহ, এ যুদ্ধগুলোর ঐতিহাসিক শেকড় উদ্ঘাটন—যেমন : ইসলামি রাষ্ট্রের সূচনাকালে বাইজেন্টাইন-ইসলাম দ্বন্দ্ব ও আন্দালুসে স্প্যানীয়-ইসলাম দ্বন্দ্ব; দ্বিতীয় আরবানের নেতৃত্বে সংঘটিত-হওয়া ক্রুসেড যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি; মুসলিম-বিশ্বের ভৌগোলিক ক্ষয়প্রাপ্তির চক্রান্ত, যা উসমানীয়রা সর্বশেষ শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল; উপনিবেশবাদের নয়া উত্থান। এছাড়া আমি আরও উল্লেখ করেছি—ক্রুসেড যুদ্ধের পিছনের অনুঘটক ও কারণগুলো—যেমন : ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ; ভূমধ্যসাগরে আন্দালুস, সিসিলি ও আফ্রিকার মধ্যে শক্তি প্রদর্শনে পাল্লার ওঠানামা; পোপ এবং দ্বিতীয় আরবানের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের কাছে বাইজেন্টাইন সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা; ক্রুসেড যুদ্ধে তার সর্বাত্মক পরিকল্পনা, সর্বাত্মক আহ্বান তৎপরতা, বুদ্ধিবৃত্তিক কলাকৌশল।

আমি ব্যাখ্যার প্রারম্ভিকা টেনেছি প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা ও বিজয়-পরবর্তী রণকৌশল নিয়ে এবং সেলজুক শাসনামলে এর প্রতিরোধমূলক তৎপরতার আবির্ভাব নিয়ে; জিহাদের ময়দানে বিচারক ও ফুকাহাগণের কার্যকর অংশগ্রহণ ও রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ায় তাদের উৎসাহমূলক পদক্ষেপ নিয়ে—সেই সাথে প্রতিরোধ শক্তিশালী করতে কবি-সাহিত্যিকদের ভূমিকা নিয়েও আলোকপাত করেছি।

ইমাদুদ্দিন জিনকির পূর্বতন সেলজুক সেনাপতিদের জীবনবৃত্তান্ত ও তাদের বীরত্বগাথা আলোচনা করেছি—যেমন : মসুলের অধিপতি কওওয়ামুদ্দিন কারবুকা, মসুলের আমির জাকারমাশ, মারদিন ও দিয়ার-বাকিরের অধিকর্তা সাকমান ইবনু আর্তুক, রোমের সেলজুক আমির কিলিজ

আরসালান এবং মসুলের শাসক শরফুদ্দৌলা ইবনু তুনতিকিনের (যার জিহাদি অভিযানগুলো ইমাদুদ্দিন জিনকির আক্রমণের সূচনা হিসেবে ধরা হয়) আলোচনা তুলে ধরেছি।

একইভাবে আমি নির্ণয় করেছি সেলজুক আমিরদের সময়ে পরিচালিত জিহাদি অভিযানগুলোর প্রতিবন্ধকতাসমূহ; যেমন এসবের মধ্যে গুরুতর ছিলো :—বাতেনি অপতৎপরতা, যা সে যুগে ইসলামি জিহাদের রূপকারদের বিরুদ্ধে পূর্ণ শত্রুতা নিশ্চিত করেছিল; যাদের মুসলিম মদদপুষ্ট বিষাক্ত খড়্গ সিরিয়া ও জাজিরাতুল আরবে ক্রুসেডারদের পথ সুগম করে তুলছিল। এভাবেই ইতিহাসের দৃশ্যপটগুলো রূপ নিতে শুরু করে—যখন ইসলামি জিহাদের সেনাপতিদেরকে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে; যেমন ধরুন, শরফুদ্দিন মওদুদের গুপ্তহত্যা; এরপর ঘটনার ব্যতিক্রম থাকলেও আক সুনকুর বারসাকিকেও একই পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। সে সময় ইসমাইলি-নাজারি ফিরকা ছিল জিহাদি তৎপরতার বীরদের বিরুদ্ধে চলমান সবচেয়ে বড় হুমকি ও বাধা; উম্মতের আকিদা ও দ্বীনের প্রতিরোধে নিবেদিত বীর নায়কদের হাজারও সংকট মোকাবেলার পাশাপাশি এই সুন্নি মুসলিম নেতৃত্বের সামনে একই সময়ে বাধা হয়ে দাড়িয়েছিল দুই-দুইটি শত্রু।

ইমাদুদ্দিনের সংগ্রামের বিষয়ও আমি তুলে এনেছি; যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি তার পরিকল্পনার একটি বিশাল অংশ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হন এবং ইসলামের ইতিহাসে একজন দক্ষ রাজনীতিক, দৃঢ় সেনাপতি এবং সচেতন মুসলিম হিসেবে ভাস্বর হয়ে আছেন। তিনি ক্রুসেডারদের চক্রান্তজালে পরিবেষ্টিত মুসলিম-বিশ্বের দিকে ধেয়ে-আসা বিপর্যয় আঁচ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ইসলামি শক্তিগুলোকে একীভূত করার মাধ্যমে ইতিহাসের পটভূমিগুলো মুসলিমদের অনুকূলে আনতে সক্ষম হন। এর জন্যে তাকে বিভেদ ও অনৈক্যের উপকরণ গুঁড়িয়ে দিয়ে নগর ও প্রদেশগুলোকে একক রাষ্ট্রের আদলে গড়ে তুলতে হয়। একই সময়ে ইসলামি প্লাটফর্মগুলোর একতা ও ক্রুসেডারদের উপর চরম আঘাত হানার মতো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে তিনি সামর্থ্যের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখাতে সক্ষম হন।

৫৩৯ হিজরিতে রুহা (বর্তমান নাম উরফা) বিজয় ছিল ইমাদুদ্দিনের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলোর একটি। মুসলমানদের হাতে রুহার পতন ইউরোপিয়ানদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার পর এর কার্যত প্রতিক্রিয়া ছিল এই—এর ফলে ইউরোপে প্রচণ্ড ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে এবং নয়া ক্রুসেড

পরিচালনা তরান্বিত করার প্রয়োজন অনুভব করে তারা। এই রুহার পতন নিকট প্রাচ্যের দুর্গে কাঁপন ধরানোর সূচনা করে; ইমাদুদ্দিনের দুই পুত্র নুরুদ্দিন ও সাইফুদ্দিন গাজি দামেশকে ক্রুসেডের দ্বিতীয় যুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে দামেশকে মহাবিজয় নিশ্চিত করেন।

ক্রুসেডের দ্বিতীয় যুদ্ধে কাফেরদের পরাজয়ের প্রেক্ষাপটকে কাজে লাগিয়ে দামেশকের শাসক নুরুদ্দিন জিনকি সিরিয়ায় একটি ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সফল হন। এরপর নতুন উদ্যমে তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করার অনুপ্রেরণা পান রোমের সেলজুক, আর্তুকিদ ও তুর্কিমান গোষ্ঠীর মতো অন্যান্য ইসলামি শক্তিবলয় থেকে; যার দরুন বিশেষ করে রুহা ও আন্তাকিয়ায় ক্রুসেডারদের মোকাবেলা করার মতো শক্ত ভিত তৈরি হয়; বরং এ সংগ্রামের পথে তারা এমনভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, নুরুদ্দিন জিনকি উত্তরে রুহা থেকে দক্ষিণে হাওরান পর্যন্ত অবিভক্ত শামকে তার কর্তৃত্বের অধীনে আনতে সক্ষম হন; আর এটিই ছিল ক্রুসেডারদের চক্রান্ত নস্যাতের পথে ফুরাত নদী থেকে নীল নদ অবধি বিস্তৃত একটি বৃহৎ প্লাটফর্ম তৈরিতে প্রথম পদক্ষেপ।

আমি এ অধ্যায়ে আরও আলোচনা করেছি ফাতেমি রাষ্ট্রের সাথে বোঝাপড়া করার ক্ষেত্রে এবং উত্তর আফ্রিকায় ইসমাইলি-শিয়া ও ফাতেমি রাষ্ট্রের সকল অপকর্ম ও তাদের উৎসমূল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নুরুদ্দিন জিনকির গভীর প্রজ্ঞা নিয়ে। যেমন—তাদের অনেক আলেমের উবায়দুল্লাহ মাহদি সম্পর্কে অতিরঞ্জন, জুলুম ও নির্যাতন, ইমাম মালেকের মাজহাব অনুযায়ী ফাতওয়া প্রদানে নিষেধাজ্ঞা, প্রচুর মুতাওয়াতির ও মশহুর হাদিস বাতিলকরণ, দ্বীনি মজলিসের নিষেধাজ্ঞা, আহলে সুন্নাতের অগুনতি গ্রন্থ ধ্বংস, আহলে সুন্নাতের উলামাদের শিক্ষাদানে বাধাপ্রদান, শরিয়তের বিধি-বিধান রহিতকরণ ও ফারায়েজের বিধান প্রত্যাহার, চাঁদ দেখার পূর্বেই ঈদুল ফিতর আদায়ে জনগণকে বাধ্যকরণ, আহলে সুন্নাতের খলিফাদের স্মৃতিচিহ্ন নিশ্চিহ্নকরণ, মসজিদে তাদের ঘোড়া রাখা ইত্যাদি। আমরা আরও আলাপ করেছি ফাতেমি রাষ্ট্রবিলোপে মরক্কোবাসীর কর্মপন্থা সম্পর্কে—যেমন : গ্রন্থনা ও লেখালেখির মাধ্যমে বিতর্ক ও বিরোধিতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, আহলে সুন্নাতের কবিসমাজের ভূমিকা ইত্যাদি।

আমরা স্পষ্ট করেছি কীভাবে উত্তর আফ্রিকা থেকে ফাতেমি রাষ্ট্রের ক্ষয় শুরু হয়ে তা মিশরে নিবদ্ধ হয়। আরও বর্ণনা করেছি—সুন্নাতের পুনর্জাগরণ-তৎপরতা এবং শিয়া চিন্তাধারার মূলে মাদরাসায়ে নিজামিয়ার

কুঠারাঘাতের সংগ্রামী ইতিহাস; শিয়া মতবাদ নির্মূলে ইমাম গাজালির বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম, মিশরে নুরি সামরিক অভিযান—উদাহরণস্বরূপ : মিশরে পরিচালিত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নুরি অভিযান।

এরপর আলোচনায় এসেছে—ফাতেমি খিলাফত মূলোৎপাটনের ইতিহাস; ক্রমান্বয়ে ফাতেমি খলিফার নামে খুতবা পাঠ বিলোপকরণ, মিশর থেকে ফাতেমিদের বিতাড়ন থেকে শিক্ষা ও নসিহত গ্রহণ, ফাতেমি মতবাদ ও এর ঐতিহ্য বিনাশে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির গৃহীত পদ্ধতিসমূহের আলোচনা—যেমন : নাটের গুরু ফাতেমি খলিফার অবমূল্যায়ন এবং তাকে ফাতেমি খিলাফতের রাজপ্রাসাদ থেকে অপসারণ, আল-আজহার মসজিদে খলিফার গণভাষণ রহিতকরণ, ফাতেমি মতাদর্শ শিক্ষা বাতিলকরণ, শিয়া গ্রন্থ বিনষ্ট ও ধ্বংসকরণ; ফাতেমি মতবাদের সকল অনুষ্ঠান নিষিদ্ধকরণ, ফাতেমি রীতি-ঐতিহ্যসহ মুদ্রা নিশ্চিহ্নকরণ, ফাতেমি পরিবারের উপর নজরদারি, ফাতেমি রাজধানীকে নিষ্ক্রিয়করণ, নবি-পরিবারের সাথে মিথ্যা পরম্পরার ব্যাপারে আইয়ুবিদেরকে সচেতনকরণ এবং শাম ও ইয়েমেনে অবশিষ্ট শিয়া তৎপরতা নির্মূলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে লেগে থাকার নির্ভরযোগ্য বিবরণ। আমরা আরও উল্লেখ করেছি—নুরুদ্দিন জিনকির আমলে সালাহুদ্দিনের বিজয়সমূহের বিস্তারি; ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অবিরাম জিহাদ করে তাদেরকে মুসলমানদের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করার ইতিহাস; নুরুদ্দিন ও সালাহুদ্দিনের মধ্যে-থাকা কথিত বর্বরতার প্রকৃত বাস্তবতা ও বিশ্লেষণ।

**দ্বিতীয় অধ্যায়ে** থাকছে—আইয়ুবি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আলোচনা; আরও আলোচনা করেছি তার বংশ, শৈশব ও জন্মের ইতিহাস। কখন থেকে আইয়ুবি রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হলো এবং সালাহুদ্দিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পিছনে উদ্দীপক অনুঘটক—যেমন : তার তাকওয়া ও ইবাদত-বন্দেগি, ন্যায়পরায়ণতা, বীরত্ব, মহানুভবতা, দৃঢ়তা, ধৈর্য, মানবিকতার নিয়মনীতির উপর অবিচল থাকা, সবর ও সহনশীলতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, রাষ্ট্রীয় চেতনার প্রতি গুরুত্বারোপ, সুন্নি মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় আইয়ুবিদের সহায়তা করা—যেমন : মাদরাসা সালিহিয়্যা, আল-মাশহাদুল হুসাইনি মাদরাসা, ফাজিলিয়্যা মাদরাসা, কামালিয়্যা দারুল হাদিস, সালেহিয়্যা মাদরাসা ইত্যাদির কথা ধারাবাহিকভাবে বিবরণ করা হয়েছে।

এছাড়া আলোচনা করেছি শাম ও জাজিরাতুল আরবে আইয়ুবিদের ইলমি পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা নিয়ে, আইয়ুবি যুগে সুন্নি সভ্যতার উপাদান—যেমন : কুরআনুল কারিম, হাদিস শরিফ, সুন্নি আকিদার মূলনীতি ও ফিকহি

পাঠদান সম্পর্কে। হারামাইন শরিফাইন ও হজের আগমনী পথসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে আইয়ুবিদের গুরুত্বারোপ—শাম, মিশর ও ইয়েমেনে ছড়িয়ে-থাকা শিয়াবাদের বিরুদ্ধে আইয়ুবিদের লড়াই নিয়েও আলাপ রয়েছে।

সালাহুদ্দিনের নিকট উলামা ও ফুকাহাসমাজের মর্যাদা নিয়ে কথা বলেছি এ অধ্যায়ে—যেমন : কাজি ফাজিল—ফরমান নথিকরণে তার বিশেষ অবদান, সালাহুদ্দিনের সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নে তার ভূমিকা, ফাতেমি বিরুদ্ধাচরণ নির্মূল, মিশরে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা ও সুন্নি জাগরণে অনবদ্য প্রচেষ্টা, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ, ইসলামের সেবায় সাহিত্যকে কাজে লাগানোসহ ইসলামি বিশ্বের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তার উচ্চাশা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই কাজি ফাজিল ছিলেন ভিতরে-বাহিরে সব জায়গায় সুলতান সালাহুদ্দিনের দাপ্তরিক মুখপাত্র। ইবনু কাসিরের ভাষ্যমতে—তিনি সুলতানের কাছে পরিবার-পরিজনের চেয়েও বেশি সম্মানিত ছিলেন। তার মর্যাদার কথা সুলতান স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করতেন এই বলে—মনে করো না, আমি তোমাদের তরবারি দিয়ে রাজ্য শাসন করছি, আমি বরং কাজি ফাজিলের কলমের ধার দিয়েই তা করে যাচ্ছি!

রাষ্ট্রীয়ভাবে কাজি ফাজিল অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রী ও উপদেষ্টা হিসেবে সালাহুদ্দিনের ডান হাত ছিলেন। তার পরামর্শ ব্যতিরেকে সুলতান কোনো সিদ্ধান্তই নিতেন না। তার রায় না নিয়ে কোনো ফায়সালা করতেন না। তার সুচিন্তিত মতামত ছাড়া কোনো ফরমান জারি করতেন না।

এ আলেম ছিলেন নব জাগরণের ফকিহ। উম্মত আজও এমন ব্যক্তিত্বের আদর্শের প্রতি কতই না মুখাপেক্ষী! অভিজ্ঞতা অর্জন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মসূচি এবং সার্বজনীন বিষয়ে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার শিক্ষা আমরা তার জীবনী থেকে পাই। কাজের ক্ষেত্রে অনবদ্যতা, আহলে সুন্নাতের মানহাজ আঁকড়ে থাকা, সহিহ আকিদার ভাইদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখা, সুন্নি পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে শক্তি ও সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ঢেলে দেওয়া তার জীবনীর শিক্ষা।

তিনি সালাহুদ্দিনের জন্য একটি নেতৃত্বসুলভ সুন্নি কর্মপরিকল্পনা ও আদর্শ তুলে ধরেন; সালাহুদ্দিনের সাথে তিনি কোনো পরামর্শ কিংবা অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে কার্পন্য করেননি। একইভাবে এ মহান ব্যক্তির জীবনাদর্শ

মাকাসিদুশ শরিয়াহ ও মাসলাহ-মাফসাদের ফিকহ এবং রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের দূরদৃষ্টিতে পরিপূর্ণ জীবন্ত এক পাঠশালা।

আমাদের জন্য তিনি রেখে গেছেন শিয়াদের সাথে আচরণ করার কর্মপন্থা, ন্যায় ও ভালোবাসার নীতি দিয়ে তাদের ভক্তদের সাথে ওঠাবসা করার গুরুত্ব, বিনা রক্তপাতে তাদেরকে সঠিক ইলম শিক্ষা দেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শুধুমাত্র চক্রান্তকারী ও যাদের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত অন্য কোনো উপায় ছিল না, তাদের উপরেই কেবল সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন—যেমন মিশরের ফাতেমি শাসকযন্ত্র, এর বুনিয়াদ ধ্বংস করতে তিনি রাজনৈতিক, সামরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে কৌশল, উপকরণ ও পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন।

আরও বিবরণ দিয়েছি আলেকজান্দ্রিয়ায় ইসলামের সেবায় নিবেদিত আবু তাহির আস-সালাফি ও আবু তাহির ইবনু আওফ আল-মালেকির প্রচেষ্টার কথা। সালাহুদ্দিন তাদের ইলমি সান্নিধ্য ও সাক্ষাৎ লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন।

আমরা আরও উল্লেখ করেছি—বিখ্যাত ফকিহ ইসা হাক্কারি ও তার সাথে সালাহুদ্দিনের মন্ত্রিসভার সম্পর্ক বিষয়ে; নুরুদ্দিন ও সালাহুদ্দিনের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টি এবং মসুলবাসীর সাথে চুক্তি করতে তার অবদান রাখার ইতিহাস। তাছাড়া তার উপর অর্পিত নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করা ও যুদ্ধে তার বীরত্ব এবং রণক্ষেত্রে তার নেতৃত্বের নৈপুণ্যের কথাও উঠে এসেছে আমাদের বিবরণে।

বিশিষ্ট কাজি, ইমাম, আল্লামা, মুফতি ইমাদ আল-ইস্পাহানির জীবনবৃত্তান্তও আমরা তুলে এনেছি; তিনি মন্ত্রিত্বের দায়িত্বের পাশাপাশি সুন্নি ইসলামি কার্যপরিকল্পনার গুরুদায়িত্বও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছিলেন।

সারসংক্ষেপ হলো—উলামা ও ফুকাহাসমাজ সালাহুদ্দিনের কাছে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও নম্রতামিশ্রিত উঁচু মর্যাদা ও চমৎকার মূল্যায়ন পেয়েছেন আর্থিক ও বৈষয়িক উভয় দিক থেকেই।

আমরা আরও উপস্থাপন করেছি তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কার, চাষাবাদ-বাণিজ্য-হস্তশিল্প নিয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ, কর হ্রাসসহ শরিয়া মোতাবেক অর্থনীতি প্রণয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন হাসপাতাল নির্মাণের ইতিহাস; এছাড়াও তিনি সুফিদের জন্য খানকা ও মূল জনবসতি থেকে বিচ্ছিন্ন

দূরবর্তী নগরসংযোগকারী পথের মাঝে মাঝে মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামাজিক সংস্কারের প্রতি বিশেষ নজর দিতে গিয়ে তিনি বিপথের আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতি-রেওয়াজ এবং প্রচলিত দুশ্চারিত্রিক চালচলনের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখেন।

আরও বর্ণনা করেছি—তার সময়ে গৃহীত জনবসতি সংস্কার, প্রশাসনিক শুদ্ধি অভিযান ও সরকারি কর্মকর্তাদের রদবদল সম্পর্কে। ব্যাখ্যা করেছি তার সময়ের সেনা-আইন বিধান সম্পর্কে—যেমন : সামরিক বিভাগের আধুনিকায়ন, সেনাকার্যালয়ের উন্নয়ন, সামরিক উর্দির সংস্কার এবং সামরিক ব্যয়-খরচে সংযোজনের বিষয়াদি।

এছাড়া তিনি সেনাবহর-সহযোগী প্রতিষ্ঠান—যেমন : প্রকৌশল, চিকিৎসা, ডাক বিভাগ, গোয়েন্দা সংস্থা, চুক্তি ও যুদ্ধ-পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা, বন্দি পরিচর্যা বিভাগ, যুদ্ধ পরিষদসহ ইত্যাদির উন্নতি করেন; তিনি যুদ্ধকৌশলেও পরিবর্তন আনেন—যেমন : অতর্কিত হামলাকৌশল (কমান্ডো), পালাক্রম আক্রমণকৌশল, নগর ধ্বংস-পথ নিরাপদ পদ্ধতি, সীমন্ত-দুর্গ-কেল্লা প্রহরা, যুদ্ধ মৌসুমের সুবিধা নেওয়া—এসব বিষয়ের আলোচনাও করেছি।

আরও উল্লেখ করেছি ক্রুসেডার ও সালাহুদ্দিনের মধ্যকার বন্দিচুক্তি, আইয়ুবি সেনাদলের সমরাস্ত্র ও ইসলামি নৌবাহিনীর যুদ্ধাস্ত্র, সালাহি নৌবহরে মরোক্কানদের ভূমিকা সম্পর্কে।

আরও জানিয়েছি—ইসলামি প্লাটফর্মকে একীভূত করার ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টা, ইসমাইলি-শিয়াদের গুপতহত্যা চেষ্টা এবং আল্লাহর রহমতে তার বেঁচে যাওয়া, শিয়াদেরকে সুপথে আনার ক্ষেত্রে আইয়ুবির হিকমাহ, আব্বাসি খেলাফত ও বাইজেন্টাইনদের সাথে এবং হিত্তিন যুদ্ধের আগে ক্রুসেডারদের সাথে তার যোগাযোগ এবং চূড়ান্ত যুদ্ধের আগে তার প্রশাসনিক ও সামরিক বিষয়াদির বিন্যাস সম্পর্কে।

গ্রন্থের **তৃতীয় অধ্যায়ে** আলোচনা শুরু হয়েছে হিত্তিন যুদ্ধ দিয়ে; বায়তুল মাকদিস বিজয় ও তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ দিয়ে। আলাপচারিতার সূচনা হিত্তিন যুদ্ধের ঘটনাবলি ও ইসলামি আক্রমণের সূত্রপাত নিয়ে; সালাহুদ্দিনের নিকট ক্রুসেড যুদ্ধের গুরুত্ব, হিত্তিন যুদ্ধে বিজয় লাভের কারণ ও ক্রুসেডারদের পরাজয় নিয়েও আলাপ রয়েছে। আরও উল্লেখ করেছি সে যুদ্ধে সুন্নাহ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ—যেমন প্রস্তুতি ও সমরাস্ত্র অর্জন,

ধাপে ধাপে রণক্ষেত্রে প্রবেশ, সালাহুদ্দিনের দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, আল্লাহর জন্যে তার ইখলাস, রাষ্ট্রে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা—যেমন : খিলাফত শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা, দৃঢ়তা, আত্মসম্মান ও সম্ভ্রম, সাহায্য ও বিজয়, বিজয় নিশ্চিতে ন্যায়ের প্রভাব, ইস্পাতদৃঢ় জাতি গড়ে তুলতে যোদ্ধাপ্রজন্ম বিনির্মাণ, প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক ও আশ্রয় গড়ে তোলা, সফল গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক প্রস্তুত, হিত্তিন যুদ্ধে ইসলামি বিশ্বের তৎপরতা ও ক্রুসেডারদের অপতৎপরতার জবাব, কুদস বিজয়ের পূর্বে উপকূলীয় অঞ্চল বিজয়, হিত্তিন যুদ্ধের ফলাফল, চূড়ান্ত বিজয় হিসেবে এর মাহাত্ম্য, যুদ্ধ পরিচালনায় ভৌগোলিক সচেতনতার গুরুত্ব, উম্মতের জন্য সুফল বয়ে আনা বিজয় প্রতিষ্ঠায় ধারাবাহিক সংগ্রাম—ইত্যাদি অজস্র বিষয় নিয়েও আলোচনা রয়েছে।

আরও বিবৃত হয়েছে—বায়তুল মাকদিস মুক্ত করার পথে সালাহুদ্দিনের গৃহীত রণকৌশল—যেমন : দ্রুত গতির মিডিয়া ব্যবহার, সেনাবিন্যাস এবং অবরোধ, লড়াই ও অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের প্রেক্ষিতে সংলাপ-বৈঠকের পর বায়তুল মাকদিসের বিজয় ও সমর্পণের কথকতা।

এছাড়াও থাকছে—সালাহুদ্দিনের প্রতিশ্রুতিরক্ষা, বন্দি-বৃদ্ধ-নারীর প্রতি মহানুভবতা, নিহতদের স্ত্রী-কন্যাদের প্রতি দয়া ও সহমর্মিতা এবং সর্বোপরি খ্রিষ্টানধর্মের প্রতীক ও বিষয়বস্তুর সম্মান রক্ষার ঘটনা। আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ওয়াদা রক্ষা, মানবতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বীরত্বের অনুপম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, সুপথগামী খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের বায়তুল মাকদিস বিজয়ের আদর্শের অনুসরণ—থাকছে এসবের ঐতিহাসিক বিবরণ।

পশ্চিমাদের সামনে সালাহুদ্দিনের এসব শান্তিচুক্তি, যুদ্ধনীতি, মত প্রকাশের স্বাধীনতায় সম্মান প্রদর্শন এবং মানবিক মৌলিক অধিকার রক্ষার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য ও সুমহান শিক্ষা ফুটে ওঠে। কবি বলেছেন—

> আমরা বিজয়ী হলাম, তখন ক্ষমা ছিল আমাদের চরিত্র;
> তোমরা জয়ী হয়ে উপত্যকাগুলো করলে রক্তে রঞ্জিত—
> বন্দি হত্যাকে বৈধ করে নিলে যত্রতত্র;
> আমরা বন্দি শত্রুকে ক্ষমা ও দয়া করি নিয়মিত।
> আমাদের মাঝে এইটুকু ফারাকই যথেষ্ট;
> পাত্রে যা আছে, তা ই তো হবে নিঃসরিত।

এ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি বায়তুল মাকদিসে সালাহুদ্দিনের গৃহীত সংস্কার ও মুসলিম-বিশ্বের আনাচে-কানাচে এ সুসংবাদসহ প্রতিনিধিদল প্রেরণের ঘটনা। এছাড়া আব্বাসি খলিফার সাথে সালাহুদ্দিনের মতবিরোধের কথা ও বায়তুল মাকদিস বিজয় উদযাপনে উলামাদের উপস্থিতির ঘটনাও ব্যক্ত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বায়তুল মাকদিস বিজয় ও সালাহুদ্দিনের প্রশংসামাখা বেশ কিছু কবিতার অবতারণা করেছি—যেমন : মাকদিস বিজয়ে কবি আবু আলি আল-হাসান ইবনু আলি আল জুওয়াইনির কবিতা—

এ ভূখন্ডের নিমিত্তে আকাশসেনারা সহযোগী;
কারও সন্দেহ থাকলে এ বিজয় তার জন্য প্রমাণ।
একদা আমরা যা বলেছি, একদিন লোকেরা হবে তার সাক্ষী—
সময়ের পূর্বেও তো সময় হয়েছে অপসৃয়মাণ।
এ বিজয় নবিগণের বিজয়, তাই
এর শুকরিয়া জানানোর রসদ আমাদের নেই।
ফিরিঙ্গি শিকারীরা তার হাতে পরিণত হয়েছে শিকারে,
আজকের মতো হীন ও দুর্বল তারা হয়নি কোনো বারে।

সালাহুদ্দিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কবি উসামা ইবনু মুনকিজ লিখেন—

মুকুটধারী শাসক নাসির আমার সহায়;
তাকে নিয়ে আমি গ্রন্থনা করেছি প্রত্যাশার ফলক।
তার আগে আমার আয়ুষ্কাল ফুরোবার ছিল ভয়,
তিনি আমার আয়ুষ্কালকে বানালেন আমার সহায়ক।
আমি তার প্রতিবেশী আর নিন্দুকের হাত—
সুলতানের প্রতিবেশীকে ছোঁয়ার হিম্মত রাখে না।

আমরা উল্লেখ করেছি—বায়তুল মাকদিসের স্বাধীনতায় কী কী উপকার, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নিহিত রয়েছে—যেমন : উম্মতের জাগরণে উলামায়ে রাব্বানির দিকনির্দেশনা, সহিহ আকিদায় প্রজন্মকে গড়ে তোলা, আল্লাহ-রাসুল-মুমিনদের জন্যেই বন্ধুত্বের বাঁধন, উম্মাহর ঐক্য, দূরদর্শী রণকৌশল ও যুদ্ধের ইসলামি দর্শন স্পষ্ট হওয়া, ইলমের গ্রন্থীয় বিষয়াদি বাস্তবে ব্যাবহারিক প্রয়োগে ফুটিয়ে তোলা, সামগ্রিকভাবে পাপাচার থেকে উম্মতের তাওবা ও আল্লাহর দিকে ফিরে আসার প্রক্রিয়া, ফিলিস্তিনসহ সকল দখলকৃত মুসলিম জনপদ ফিরে পেতে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে অগ্রসর হওয়া—যেমন রাজনৈতিক জিহাদ, মিডিয়াকেন্দ্রিক জিহাদ, আধ্যাত্মিক জিহাদ, বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদ, কুশলী জিহাদ, সম্মুখ

জিহাদ—এমন নানারৈখিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার বয়ান আমরা তুলে ধরেছি।

আরও উপস্থাপন করেছি—তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধপরবর্তী বায়তুল মাকদিস পুনরুদ্ধারের প্রেক্ষিতে পশ্চিমা ইউরোপিয়ানদের প্রতিক্রিয়া ও ব্যাপকভাবে বিপুল শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টার কথা। তৃতীয় ক্রুসেডে জড়িত ছিল বিভিন্ন সম্রাট, গভর্নর ও খৃষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ। সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন জার্মান সম্রাট, ইংল্যান্ডের সম্রাট এবং ফ্রান্সের সম্রাট; কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি, সালাহুদ্দিন আইয়ুবির প্রচেষ্টা এবং যুদ্ধক্ষেত্র ঘিরে-রাখা শাম, মিশর, ইরাক, মরক্কোসহ নানান এলাকার মুসলিম উম্মতের একান্ত সংগ্রামের ফলে তাদের সে পরিকল্পনা ও মিত্রতা ব্যর্থ হয়। আমরা আরও ব্যাখ্যা করেছি—সালাহুদ্দিন ও ব্রিটেনের রাজা প্রথম রিচার্ড লায়নহার্টের মাঝে পনেরো মাস ধরে-চলা সংলাপের প্রকৃতি নিয়ে, যা ৪২টি প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণে 'রামাল্লা চুক্তি' দিয়ে শেষ হয়।

এইবারের ক্রুসেড যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের সাথে দারুণ একটি মেলবন্ধন সূচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। উভয় পক্ষ খুবই আন্তরিক ও সৌহার্দপূর্ণ ঘনিষ্ঠতার দেখা পায়, যা চুক্তি স্বাক্ষরে সমঝোতা তৈরিতেও ভূমিকা রাখে; এমনকি রিচার্ডের অসুস্থতার সময়ে তার জন্যে ফলমূল ও ঠান্ডা বরফ পাঠানো হয়, তাঁর চিকিৎসার জন্যে সালাহুদ্দিন নিজের ব্যক্তিগত চিকিৎসককে পাঠান। এই নবসূচিত ঘনিষ্ঠতার প্রভাব ছিল এমন—

- তারা সে সময় মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক কিছুই গ্রহণ করে। বিভিন্ন আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও আইন-কানুন প্রত্যক্ষ করে তারা গ্রন্থ ও পুস্তক রচনা করে।

- মুসলিমদের থেকে তারা রকমারি শিল্প ও কারিগরি শিক্ষা অর্জন করে—যেমন : তাঁত বুনন, রঙিন নকশা, খনিশিল্প ও কাচশিল্প। এছাড়া তারা স্থাপত্যশিল্পের জ্ঞানও অনুকরণ করে। পরবর্তী ইউরোপের কারিগরি-শিল্প-বাণিজ্য জীবনে এর গভীর প্রভাব দেখা যায়।

- পশ্চিমা সভ্যতা এখান থেকে ইসলামি সভ্যতা দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত হয়, পশ্চিমা সভ্যতা সে যুগের বর্বর সমুদ্র থেকে বের হয়ে একটি গতিশীল উৎকর্ষমণ্ডিত সভ্যতার পথে হাঁটতে শুরু করে। মুসলিম ইতিহাসবিদদের আগেই এ বিষয়ে প্রাচ্যবিদগণই স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।

এরপর আমরা বর্ণনা করেছি—সালাহুদ্দিনের অসুস্থতা ও অন্তিম সময়ের কথা; এ সময় তিনি একজন শায়খের নিবিড় সান্নিধ্যে ছিলেন; তিনি তার পাশে কুরআন তিলাওয়াত করার সময় যখন আল্লাহর এ বাণীতে এসে উপনীত হন—

لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

তিনি ব্যতীত কারও উপাসনা নাই। আমি তার উপরই ভরসা করেছি। [সুরা রাদ, আয়াত : ৩০]

তখন তিনি মুচকি হাসেন এবং তার চেহারা পুলকিত হয়ে উঠে। অতঃপর তিনি তার রুহ সৃষ্টিকর্তার হাতে সঁপে দেন। একটি দিনার ও ছত্রিশটি দিরহাম (মতান্তরে সাতচল্লিশ দিরহাম) ব্যতীত তার রেখে-যাওয়া সম্পত্তিতে আর কিছুই ছিল না—না কোনো বাড়ি, না কোনো জমি, না কোনো শস্যক্ষেত্র, না কোনো বাগান, না কোনো ধরনের মালিকানা।

এরপর আমরা গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করেছি সালাহুদ্দিনের মৃত্যুতে ইমাদ ইস্ফাহানির লিখিত শোকগাথা দিয়ে, যেখানে তিনি লিখেছেন—

> হিদায়াত ও রাজত্বের সংযোগস্থল আজ ছিন্নভিন্ন,
> সময় এখন শোচনীয়, উবে গেছে এর কল্যাণও;
> কোথায় তিনি যার দাপট আকাঙ্ক্ষিত ছিল,
> কল্যাণ-অনুগ্রহ ছিল ঝিরঝির বাতাসতুল্য।
>
> কোথায় তিনি, যার জন্যে আমাদের আনুগত্য আর
> আল্লাহর জন্যে তার আনুগত্য ছিল অসামান্য;
> আল্লাহর দোহাই, কোথায় শাসক, ত্রাতা—যার
> নিয়ত ছিল নিষ্পাপ—আল্লাহর জন্য।
>
> কোথায় তিনি, যিনি এখনো আমাদের সুলতান!
> যার দরাজ ডাকের অপেক্ষায় মজলুমেরা,
> আর চাবুকের ভয়ে তটস্থ থাকে জালেমরা।

সালাহুদ্দিনের মৃত্যুতে মানুষ এতটাই শোকাহত হয়েছিল, স্বয়ং ইউরোপিয়ান ইতিহাসবিদরাও শোক প্রকাশ করেছিলেন। অকপটে ঘোষণা দিয়েছিলেন তার ন্যায়পরায়ণতা, শক্তিমত্তা ও সৌহার্দ্য সম্পর্কে এবং তাকে গণ্য করেছিলেন ক্রুসেড যুদ্ধের কালো অধ্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসেবে।

আল্লাহর ইচ্ছায় তার জীবনী মুসলিম সন্তানদের মাঝে চিরকাল একনিষ্ঠ সংকল্পের প্রবাহ বইয়ে দেবে, যা তাদের জীবনে অতীতের সুন্দর দিনগুলি গৌরব ও ঐতিহ্যসহ ফিরিয়ে আনবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পতাকাতলে বৃহৎ ইসলামি সভ্যতার কর্মপরিকল্পনার পথনির্দেশ করবে।

তার মৃত্যুর মাধ্যমে ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন পাতাটি গুটিয়ে যায়। তার মধ্যে ইতিহাস নুরুদ্দিন মাহমুদ শহিদের ধাঁচের একজন বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের দেখা পেয়েছিল। অর্থসঞ্চয় জিনিসটি তার অভিধানে ছিল না; সুলতানের জমকালো পদ তার কামনায় কখনো উঁকি দেয়নি; শাসনের কর্তৃত্ব তাকে সত্যের পাটাতন থেকে একচুল পরিমাণও বিচ্যুত করতে পারেনি। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল—ইসলামের সেবা ও শরিয়তের নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা। তার সুমহান উদ্দেশ্য ছিল—মুসলিম জনপদগুলো ক্রুসেডার মুক্ত করা; পরাজয়ের স্বাদ চাখিয়ে যেখান থেকে তারা এসেছে, সে পথেই তাদের ফেরত পাঠানো।

এ গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো—সালাহুদ্দিনের সময়ের বিবদমান অক্ষগুলি চিহ্নিত করতে পারা। সে সময় তিনটি শক্তি কোমর বেঁধে ত্রিভুজ সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। এর একটি ছিল ক্রুসেড অক্ষ—দ্বিতীয় আরবানের সময় থেকে যার নেতৃত্বে ছিল গির্জা। আরেকটি ছিল শিয়া রাফেজি অক্ষ—এর লাগাম ছিল মিশরের ফাতেমি রাষ্ট্রের শাসকযন্ত্রের হাতে। আর অন্যটি ছিল সহিহ ইসলামি অক্ষ—নুরুদ্দিনের পর যার পতাকাবাহক ছিলেন সালাহুদ্দিন।

জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে আহলে সুন্নাত নামক এ অক্ষের যাত্রাপথের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো ছিল :—সুন্নি আকিদার বিশুদ্ধ পরিচয় জনমনে গেঁথে দেওয়া, উম্মতের অন্তরে সহিহ ইসলামের চেতনা জাগ্রত করা, শিয়া মতবাদের ছড়ানো ভ্রান্তিসমূহের মুখোশ খুলে দেওয়া, উম্মতকে ক্রুসেডারদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত করা। এসব বাঁক-প্রবাহ স্বাভাবিক যাত্রাপথের আনুষঙ্গিক বিষয় হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হিত্তিন যুদ্ধের মাধ্যমে বায়তুল মাকদিসের পুনরুদ্ধার ও ক্রুসেডারদের উপর চূড়ান্ত আঘাত ফাতেমি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক কোমর ভেঙে দেওয়া ছাড়া সম্ভব ছিল না; তাই ইতিপূর্বেই সুন্নি মতাদর্শের আকিদাগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও সভ্যতাকেন্দ্রিক বিজয় আবশ্যিক ছিল।

যারা বায়তুল মাকদিসের স্বাধীনতা ও অসংখ্য নগর-কেল্লা-দুর্গ ক্রুসেডারদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন, তারাই ছিলেন সহিহ ইসলামের প্রকৃত শক্তিবলয়; তারাই ঘাপটি মেরে থেকে গুপ্তচক্রকে ভালোভাবে চিনেছিলেন এবং দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের সাথে এর মোকাবেলা করেছিলেন। যে জাতি সুষুপ্ত নিদ্রা থেকে জেগে উঠে দাঁড়াতে চায়, তার উচিত অতীত-ইতিহাসের স্মৃতি ঝাঁকি দিয়ে এর শিক্ষা, পাঠ ও পর্যবেক্ষণ বর্তমানের বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় কাজে লাগানো।

ইতিহাসপাঠ একজন গবেষক, নেতা, শাসক, সম্রাট কিংবা প্রধানের সামনে অতীতের মানুষের যাপিত জীবন তুলে ধরে; কিন্তু একজন ইতিহাসসচেতন ব্যক্তি ইতিহাস পাঠের শিক্ষাকে বর্তমান পরিস্থিতি বদলানোর কাজে প্রয়োগ করেন—ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় ব্যবহার করেন। তাই যারা ইতিহাসের আলোকে আল্লাহর কর্মপদ্ধতি, কর্মনীতি, শিক্ষা ও পাঠের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করতে পারে না, তারা জাগ্রত হতে ও সামনে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়।

গণজাগরণের জন্যে লেখনী ও বাকশক্তির অস্ত্র প্রয়োজন। ইতিহাসের মানচিত্রে কোনো উঠতি শক্তিই শক্তিশালী লেখনী ও বাকশক্তি ছাড়া সফল হতে পারেনি, যা অন্তরের সৎ বার্তা ও মূলনীতি প্রকাশ করবে এবং মানুষের মাঝে রেখাপাত করবে। তর্ক-বিতর্ক, সংলাপ ও বিরোধের জগতে এরূপ উপকারী বই-পুস্তক গ্রন্থনা করা খুবই জরুরি। এটি মূলত আদর্শ, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার পক্ষে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত। এ পদক্ষেপ রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিরোধেরও আগের ধাপ। যেকোনো রাজনৈতিক-উচ্চাকাঙ্ক্ষী-সুদূরপ্রসারী শক্তির প্রয়োজন রয়েছে বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতির, যা এ শক্তিকে সুরক্ষা দেবে, প্রতিরোধ করবে। অক্ষরই তরবারির জন্ম দেয়, জবানই সমরাস্ত্রের সৃষ্টি করে, গ্রন্থ-কিতাবই রণক্ষেত্রের সম্মুখসারির উদ্গাতা।

ক্রুসেড যুদ্ধের তথ্যকোষ—যে সম্পর্কে সেলজুক ও জিনকি রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ[১] এবং এ বইটি কথা বলে—অনেকগুলো বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক বিষয়ে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে। উম্মতের ইতিহাসের এ সোনালি অধ্যায় একটি যথেষ্ট সন্তোষজনক ঐতিহাসিক প্রমাণ এ বিষয়ের পক্ষে যে, ইসলাম যেকোনো মুহূর্তে এর সভ্যতা, নেতৃত্ব ও মানুষকে পার্থিব সংকীর্ণতা থেকে ইসলামের ন্যায়ের ছায়াতলে সমবেত করার সামর্থ্য রাখে—যদি

[১] ড. সাল্লাবি কৃত মুহাম্মদ পাবলিকেশনের সেলজুক সাম্রাজ্যের ইতিহাস।

আন্তরিক নিয়ত, বিশুদ্ধ ইমান, দায়িত্বশীল নিষ্ঠা, সচেতন মেধার সাথে পুনর্জাগরণ, কর্মপন্থা, সভ্যতার রীতিনীতি ও রাষ্ট্রগঠনের সঠিক জ্ঞান সমন্বিত হয়।

গ্রন্থটি এবং এ ভূমিকালিখন সমাপ্ত করেছি (১৫ শাবান ১৪২৮ হিজরি মোতাবেক ২৮ আগস্ট ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ বিকেল চারটায় আসরের নামাজের পর। আমার সকল পূর্বাপর আল্লাহর অনুগ্রহবেষ্টিত হোক। প্রার্থনা এই—আল্লাহ যেন এ কাজটি কবুল করে নেন; মানুষের অন্তরকে এ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য যেন বিকশিত করে দেন এবং এতে তাঁর স্বীয় বরকত, অনুগ্রহ, দয়া ও রহমত বর্ষণ করেন। তিনি বলেছেন—

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের যে ধারা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না—তিনি ব্যতীত। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। [সুরা ফাতির, আয়াত : ২]

গ্রন্থনার পরিশেষে এটুকুই শুধু বাকি—আমি কম্পিত ও আনত হৃদয় নিয়ে আমার মহান স্রষ্টা ও দয়াময় মাবুদের সামনে স্বীকারোক্তি দিচ্ছি, তাঁর অনুগ্রহ, দয়া ও অনুকম্পার বিষয়ে, আমার সামর্থ্য ও শক্তির কোনো বালাই নেই। আমার নীরবতা ও তৎপরতা, জীবন ও মৃত্যুর প্রতিটি ক্ষণে আমি তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ আমার স্রষ্টা—তিনিই সুযোগ করে দেন; তিনি আমার রব—তিনিই সহায়তাকারী। আমার মহান মাবুদ—তিনিই তাওফিক দেন। তিনি যদি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হন, আমাকে আমার বুদ্ধিমত্তা, অন্তর ও আমার হাতের কলমের সোপর্দ করে দিতেন আর তখন আমার বুদ্ধিমত্তা বিকল হয়ে যেত, স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যেত, আঙুল থমকে যেত—আমি উপলব্ধিশূন্য হয়ে যেতাম, চেতনা নিঃসাড় হয়ে পড়ত এবং আমার লেখনী বাকশক্তি হারিয়ে ফেলত।

ইয়া মাবুদ, আমার গ্রন্থে আমি যাদের ব্যাপারে কথা বলেছি, প্রত্যেকেরই কোনো কাহিনি বা সংবাদ রয়েছে; আপনি ভালোভাবেই অবগত আছেন, আপনার দ্বীনের সেবা হিসেবে তাদের জীবনী তুলে আনতে আমি কতটা উদগ্রীব এবং এ কাজের মধ্য দিয়ে আমি আপনার সন্তুষ্টির দয়া কামনা করি, হে সর্বোচ্চ দয়াময়! হে আল্লাহ, আপনাকে যা সন্তুষ্ট করে, তা-ই আমার দৃষ্টির অনুকূলে আনুন; এর জন্য আমার অন্তরকে প্রস্ফুটিত করে দিন।

আমাকে রক্ষা করুন হে আল্লাহ, সেসব থেকে, যা আপনাকে অসন্তুষ্ট করে এবং তা আমার অন্তর ও চিন্তা থেকে সরিয়ে দিন। আপনার সুন্দরতম নামসমূহ ও সর্বোচ্চ গুণাবলির উসিলায় প্রার্থনা জানাই—আমার কর্ম যেন শুধু আপনার সন্তুষ্টি ও আপনার বান্দাদের উপকারের নিমিত্তে হয়; আমার লিখিত প্রতিটি অক্ষরের জন্যে সওয়াব দান করুন, আমার সৎকর্মের পাল্লায় তা যোগ করে দিন; আমার এ প্রচেষ্টায় যে ভাইয়েরা সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও সওয়াব দান করুন—যে প্রচেষ্টা মূলত আপনি বিহীন না অস্তিত্ব লাভ করত, না মানুষের কাছে প্রসার লাভ করত।

এ গ্রন্থটি সম্পর্কে অবগত-হওয়া প্রতিটি মুসলিমের কাছে আরজ, এ অসহায় বান্দাকে যেন ক্ষমা, মাগফিরাত, রহমত ও সন্তুষ্টির দোয়ায় তারা না ভোলেন। আল্লাহ্ শিখিয়েছেন—

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ .

হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ, যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো। [সুরা নামল, আয়াত : ১৯]

এ গ্রন্থটির সমাপ্তি টানছি আল্লাহর এ কথাটির মাধ্যমে—

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ .

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ইমান নিয়ে বিগত-হওয়া আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করো এবং ইমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। [সুরা হাশর, আয়াত : ১০]

কবির ভাষায়—

> আশ্চর্য, আমি তাদের জন্যে হয়েছি পাগলপারা;
> যাকে পাই, তাদের কথা শুধাই। অথচ আমার
> সাথেই তারা! চক্ষু তাদের খুঁজে ফেরে, অথচ

চোখের মণি তো তারাই! হৃদয় তাদের প্রেমে
মশগুল, অথচ তারা হৃদয়ের মণিকোঠায়!

রবের ক্ষমা, মাগফিরাত, দয়া ও সন্তুষ্টিকামী অসহায় আলি মুহাম্মদ মুহাম্মদ আস-সাল্লাবি—আল্লাহ তাকে, তার মাতা-পিতাকে ও সকল মুসলিমকে ক্ষমা করুন।

সম্মানিত ভাইয়েরা, এ গ্রন্থ ও আমার অন্যান্য গ্রন্থ সম্পর্কে আপনাদের মূল্যবান মতামত ও প্রতিক্রিয়া আমাকে আনন্দিত করবে।

আমার অদেখা ভাইদের নিকট আরজ, আমার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট একান্ত ইখলাস, সঠিক তথ্যে পৌঁছার ও উম্মতের ইতিহাসসেবায় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাওয়ার দুয়া করবেন।

# সূচিপত্র


প্রথম অধ্যায়

## আইয়ুবি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাপূর্ব ক্রুসেড যুদ্ধ-৫৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

**ক্রুসেড যুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট-৫৭**

প্রথম : বাইজেন্টাইন ৫৮
দ্বিতীয় : স্পেন ৫৯
তৃতীয় : ক্রুসেড অপতৎপরতা ৬০
চতুর্থ : ক্রুসেডারদের সর্বাত্মক যুদ্ধ ৬২
পঞ্চম : উপনিবেশবাদ ৬৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

**ক্রুসেড যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক ও কারণ-৬৭**

প্রথম : ধর্মীয় কারণ ৬৯
দ্বিতীয় : রাজনৈতিক কারণ ৭৩
তৃতীয়: সামাজিক কারণ ৭৬
চতুর্থ : অর্থনৈতিক কারণ ৭৭
পঞ্চম : ভূমধ্যসাগরের অববাহিকায় শক্তির পালাবদল ৭৮

১. আন্দালুস ৮০
২. সিসিলি ৮০
৩. আফ্রিকা ৮১
ষষ্ঠ : পোপ দ্বিতীয় আরবানের দরবারে বাইজেন্টাইন সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা ৮৪
সপ্তম : পোপ দ্বিতীয় আরবানের ব্যক্তিত্ব ও ক্রুসেড যুদ্ধের পিছনে তার বিস্তৃত মহাপরিকল্পনা ৮৫
১. দ্বিতীয় আরবান দক্ষিণ ফ্রান্সে গির্জা সম্বন্ধীয় সম্মেলন আয়োজন করেন ৮৭
২. দ্বিতীয় আরবানের প্রদানকৃত ভাষণ ৮৭
৩. পোপ দ্বিতীয় আরবানের ভাষণ ও এর উপসংহার ৮৯
৪. পোপের ভাষণপরবর্তী পরামর্শসভা ৯৪
৫. ক্রুসেড প্রচারণা-অভিযান ৯৫
৬. দ্বিতীয় আরবানের সাংগঠনিক বুদ্ধিমত্তা ৯৬
৭. পাদরি পিটার ৯৭
৮. মাথার উপর ঝুলে-থাকা চক্রান্তের খড়্গ সম্পর্কে মুসলিমদের গাফলতি ৯৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা-১০০

প্রথম : দখলদারিত্বের পর ক্রুসেড আক্রমণের রণকৌশল ১০২
দ্বিতীয় : সেলজুক শাসনামলে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ ১০৭
ফকিহ আলি ইবনু তাহির আস-সুলামি (৪৩১-৫০০ হি./১০৩৯-১১০৬ খ্রি.) ১০৮
জিহাদের ময়দানে ফকিহ ও বিচারকগণের কার্যকরী অংশগ্রহণ ১১২
রণাঙ্গনে ফকিহ ও বিচারকগণের উৎসাহ প্রদান ১১৫
তৃতীয় : কবিসমাজ ও প্রতিরোধ-যুদ্ধে তাদের ভূমিকা ১১৬
কবি ইবনুল খাইয়াত ১১৯
চতুর্থ : ইমাদুদ্দিন জিনকির পূর্বে জিহাদের ময়দানে সেলজুক নেতৃবর্গ ১২০
১. মসুলের শাসক কিওয়ামুদ্দৌলা কারবুগার জিহাদ ১২১
২. মসুলের শাসক জাকারমাশ ও মারদিন এবং দিয়ার-বাকিরের শাসক সুকমান ইবনু আর্তুকের জিহাদ ১২৪
ক. বালিখ যুদ্ধ ও মুসলিমদের বিজয় ১২৬
খ. জাকারমাশ ও সুকমানের মধ্যে মতবিরোধ ১২৭
গ. জাকারমাশের বিপর্যয় ১২৮
ঘ. বালিখ বা হাররান যুদ্ধের ফলাফল ১২৯

ঙ. জাকারমাশের জিহাদি তৎপরতার অক্ষুণ্ণতা ১৩১
৩. রোমের সেলজুক সুলতান কিলিজ আরসালান এবং প্রাচ্যের বিরুদ্ধে
সংগঠিত নতুন ক্রুসেডারদল ১৩৩
ক. মার্সিভানের যুদ্ধ ১৩৫
খ. প্রথম হিরাক্লা যুদ্ধ ১৩৭
গ. দ্বিতীয় হিরাক্লা যুদ্ধ ১৩৮
ঘ. কিলিজ আরসালানের পূর্ববর্তী যুদ্ধের ফলাফল ১৩৯
৪. কিলিজ আরসালানের মৃত্যুর প্রভাব ১৪১
৫. শরফুদ্দৌলা মওদুদ ইবনু তুনতিকিন
(৫০১-৫০৭ হি./১১০৮-১১১৩ খ্রি.) ১৪৫
ক. এডেসার বিরুদ্ধে মওদুদের প্রথম আক্রমণ ১৪৫
খ. এডেসার বিরুদ্ধে মওদুদের দ্বিতীয় আক্রমণ ১৪৭
গ. এডেসার বিরুদ্ধে মওদুদের তৃতীয় আক্রমণ ১৫১
ঘ. জেরুজালেমের বিরুদ্ধে মওদুদের আক্রমণ : সান্নাবরার যুদ্ধ ১৫২
ঙ. মওদুদের হত্যাকাণ্ড ১৫৩
চ. ইসলামের বীর মওদুদের আক্রমণ-কৌশলের ফলাফল ১৫৫
৬. মারদিনের শাসক নাজমুদ্দিন ইলগাজি ১৫৭
ক্রুসেডারদের চুক্তিভঙ্গ ১৫৯
ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রস্তুতি ১৬০
ব্লাড স্কোয়ার বা সারমাদার যুদ্ধ ১৬১
ব্লাড স্কোয়ার যুদ্ধে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জয়ের পিছনে সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত ১৬২
এন্টিয়ক অবরোধ ও জেরুজালেমের রাজার সাথে চুক্তি সম্পাদন ১৬৩
চুক্তিভঙ্গ ১৬৪
সুলাইমান ইবনু ইলগাজির পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ১৬৫
বিদ্রোহ দমন ১৬৫
ইলগাজির মৃত্যু ও মুসলিমদের উপর এর প্রভাব ১৬৬
৭. বালৃক ইবনু বাহরাম ইবনু আর্তুক ১৬৭
ক্রুসেডারদের আলেপ্পো অবরোধ ১৬৯
বালৃক ইবনু বাহরামের হত্যাকাণ্ড ১৭১
৮. আলেপ্পো রক্ষায় মসুলের আমির আক সুনকুর আল-বুরসুকির জিহাদ ১৭২
ক. ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় আলেপ্পো ১৭২
খ. হিল্লার আমির দুবাইস ইবনু সাদাকাহ আল-মাজিদির বিশ্বাসঘাতকতা ১৭৪
গ. আলেপ্পোবাসীর উপর ক্রুসেডারদের মানবতাবিরোধী কর্মযজ্ঞ ১৭৫

ঘ. আলেপ্পোবাসীর জাতিগত প্রতিরোধ ১৭৬
ঙ. দিয়ার-বাকিরের আমিরের প্রতি আলেপ্পোবাসীর সাহায্যের আবেদন ১৭৬
চ. আক সুনকুর আল-বুরসুকি ও আলেপ্পোবাসীর আবেদনে তার সাড়া প্রদান ১৭৭
ছ. বুরসুকির হত্যাকাণ্ড ১৮০
জ. জিহাদের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক বাতেনিরা ১৮১
পঞ্চম : এডেসা বিজয় ইমাদুদ্দিন জিনকির অন্যতম অর্জন ১৮২
১. এডেসার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ১৮৪
২. বিজয়ের কারণসমূহ ১৮৫
৩. এডেসায় ইমাদুদ্দিন জিনকির রাজনীতি ১৮৬
৪. এডেসা পুনোরুদ্ধারে ইমাদুদ্দিন জিনকির সহায়ক বিষয়াবলি ১৮৭
৫. এডেসা বিজয় ১৮৯
ফকিহ মুসা আল-আরমিনির ভূমিকা এবং সিসিলির অবস্থা ১৮৯
সিসিলির রাজা ১৯০
স্বপ্নযোগে এক শহিদের বক্তব্য ১৯০
এডেসাবাসীর ব্যর্থ ষড়যন্ত্র ১৯১
ছয়. এডেসা বিজয়ের ফলাফল ১৯১
সাত. ইমাদুদ্দিন জিনকির ব্যাপারে ওরিয়েন্টালিস্ট জন ল্যামোন্টের মন্তব্য ১৯৩
আট. এডেসা বিজয়ের সময় ইমাদুদ্দিন জিনকির প্রশংসায় কবিরা ১৯৮
নয়. এডেসা বিজয়-পরবর্তী সামরিক ঘটনাবলি ১৯৯
দশ. যুদ্ধে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইমাদুদ্দিন জিনকির কর্মপন্থা ২০০
ষষ্ঠ : ইসলামের ইতিহাসে ইমাদুদ্দিন জিনকির সামরিক পদক্ষেপের ফলাফল ২০৭
সপ্তম : দ্বিতীয় ক্রুসেড আক্রমণ ২০৮
১. জার্মান বাহিনীকে নাস্তানাবুদকারী সেলজুক ২০৯
২. ফরাসি সৈন্যবাহিনীর আগমন প্রতিরোধে রোমান সেলজুকগণ ২১০
৩. দামেশকে ক্রুসেড আক্রমণ ২১১
৪. দ্বিতীয় ক্রুসেড আক্রমণে খ্রিষ্টান ধর্মীয় ব্যক্তিদের অবস্থান ২১৪
৫. দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ : দামেশক বিজয় ২১৬
৬. দামেশকের প্রতিরক্ষায় মরোক্কান মুসলিম ফকিহদের অংশগ্রহণ ২১৯
অষ্টম : দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধের ফলাফল ২২০
নুরুদ্দিন মাহমুদের মতো উজ্জ্বল নক্ষত্রের উদয় ২২১
দামেশকের শাসকদের দুর্বলতা ২২১
আরিমা দুর্গ ধ্বংস ২২১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## ফাতেমি রাষ্ট্রের ব্যাপারে নুরুদ্দিন জিনকির অবস্থান-২২৪


প্রথম : ইসমাইলি, শিয়া এবং ফাতেমি সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর ২২৪
১. রাফেজি-শিয়াদের প্রথম খলিফা উবাইদুল্লাহ মাহদি ২২৫
২. উত্তর আফ্রিকায় উবাইদিদের ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ড ২২৮
ক. উবাইদুল্লাহ মাহদির ব্যাপারে তাদের কিছু দায়িদের বাড়াবাড়ি ২২৮
খ. বিরোধীদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন, এমনকি হত্যা ২৩০
গ. ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহর মাজহাব অনুযায়ী ফাতওয়া প্রদানে নিষেধাজ্ঞা ২৩০
ঘ. মুতাওয়াতির ও মশহুর সুন্নাতকে বাতিলকরণ ২৩১
ঙ. জনসমাবেশে নিষেধাজ্ঞা ২৩১
চ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কিতাবসমূহ ধ্বংস ২৩২
ছ. আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কিরামদেরকে দারস প্রদানে বাধা ২৩২
জ. শরিয়তের বিধি-বিধানকে অকার্যকর সাব্যস্তকরণ ২৩২
ঝ. চাঁদ দেখা যাওয়ার পূর্বেই মানুষকে রোজা ছেড়ে দিতে বাধ্য করা ২৩৩
ঞ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের খলিফাদের অবদানসমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ২৩৪
ট. মসজিদকে আস্তাবলে পরিণত করা ২৩৪
৩. উবাইদি-ফাতেমি রাষ্ট্রকে প্রতিহত করার জন্য মাগরিবের (বৃহত্তর মরক্কো) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কর্মপ্রচেষ্টা ২৩৫
ক. সম্পর্ক ছিন্নকরণ ২৩৬
খ. বিতর্কের মাধ্যমে প্রতিহতকরণ ২৩৭
আবু বকর ও আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মধ্যকার মর্যাদাগত শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিতর্ক ২৩৯
আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ২৪০
গ. সশস্ত্র প্রতিরোধ ২৪১
ঘ. লেখালেখির মাধ্যমে তাদের প্রতিরোধ ২৪৪
ঙ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কবিগণের অবদান ২৪৫
৪. মুইজ লি-দ্বীনিল্লাহ ফাতেমি এবং তার মিশর প্রবেশ ২৪৬
৫. উত্তর আফ্রিকা থেকে ফাতেমি সাম্রাজ্যের পতন ২৪৭
৬. বাতেনি-রাফেজি-শিয়াদের থেকে ইরাক রক্ষা করার ব্যাপারে সেলজুকদের কর্মপ্রচেষ্টা ২৫০

৭. নিজামিয়া মাদরাসা : সুন্নি মতাদর্শ প্রচার এবং রাফেজি-শিয়া মতাদর্শ দমনে এর ভূমিকা ২৫৩
৮. বাতেনি-শিয়াদের প্রতিহতকরণে ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহর কর্মপ্রচেষ্টা ২৫৬
দ্বিতীয় : মিশরে সেনা-অভ্যুত্থান ২৫৯
১. যেসব কারণে নুরুদ্দিন মিশর বিজয় করেছিলেন ২৬১
২. নুরুদ্দিনের প্রথম অভিযান (৫৫৯ হি.) ২৬৩
ফাতেমি উজির শাওয়ারকে তার পদে অধিষ্ঠিত করা ২৬৩
৩. মিশরে আমালরিকের দ্বিতীয় আক্রমণ ২৬৬
৪. নুরুদ্দিনের দ্বিতীয় আক্রমণ ২৬৮
ক. মিশরে আমালরিকের তৃতীয় আক্রমণ : ক্রুসেডার ও ফাতেমিদের মৈত্রী ২৬৯
খ. বাবিন যুদ্ধ ২৭০
গ. আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ ২৭৩
ঘ. মিশর ত্যাগ করার ব্যাপারে নুরুদ্দিন জিনকি এবং ক্রুসেডার বাহিনীর সিদ্ধান্ত ২৭৩
ঙ. মিশরের প্রতি ক্রুসেডারদের সাহায্য ২৭৪
৫. মিশর অভিমুখে নুরুদ্দিন জিনকির তৃতীয় অভিযান (৫৬৪ হি.) ২৭৫
ক. নুরুদ্দিন মাহমুদের নিকট ফাতেমি খলিফা আল-আজিদের সাহায্য প্রার্থনা ২৭৬
খ. আসাদুদ্দিন শেরকোহের মিশর অভিযান ২৭৭
গ. শাওয়ারকে হত্যা করা হলো ২৭৭
ঘ. আল-আজিদের মন্ত্রী হলেন আসাদুদ্দিন ২৭৮
ঙ. আসাদুদ্দিনের মৃত্যু ২৭৯
তৃতীয় : মিশরে সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মন্ত্রিত্ব এবং তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ২৮০
১. মুতামানুল খিলাফাহর ষড়যন্ত্র ২৮০
২. সুদানিদের বিদ্রোহ ২৮২
৩. আর্মেনীয়দের দমন ২৮৪
৪. সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতি সালাহুদ্দিন আইয়ুবির গুরুত্বারোপ ২৮৪
চতুর্থ : বাইজেন্টাইন ক্রুসেডারদের যৌথ আক্রমণ এবং দুমইয়াত অবরোধ (৫৬৫ হি.) ২৮৫
১. ক্রুসেডারের দুমইয়াত অভিযান ব্যর্থ হওয়ার কারণ ২৮৭
ক. মুসলিমদের দৃষ্টিকোণ থেকে দুমইয়াত অভিযান ব্যর্থ হওয়ার কারণ ২৮৭
খ. ক্রুসেডারদের দৃষ্টিকোণ থেকে অবরোধ ব্যর্থ হওয়ার কারণ ২৮৮
গ. বাইজেন্টাইনদের দৃষ্টিকোণ থেকে অবরোধ ব্যর্থ হওয়ার কারণ ২৮৮

ঘ. দুমইয়াত অভিযান ব্যর্থ হওয়ার নেপথ্যে ক্রুসেডার ও
বাইজেন্টাইনদের যুগপৎ দায় ২৮৯
২. দুমইয়াত অভিযানের ফলাফল ২৮৯
৩. নাজমুদ্দিন আইয়ুবের মিশর গমন ২৯০
পঞ্চম : ফাতেমি-উবাইদি খিলাফতের পতন ২৯৩
১. ধীরে ধীরে ফাতেমি খলিফার নামে খুতবা বন্ধে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ২৯৫
২. আল-আজিদের মৃত্যু (৫৬৭ হি.) ২৯৭
৩. ফাতেমি সাম্রাজ্যের পতনে মুসলিমদের আনন্দ ২৯৮
৪. মিশরের ফাতেমি সাম্রাজ্যের পতনে প্রাপ্ত শিক্ষা ২৯৮
ষষ্ঠ : ফাতেমি সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্রোহের
প্রচেষ্টা ও বিদ্রোহ দমন ৩০০
ইয়েমেনি কবি উমারা ইবনু আলি ৩০৮
আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ ৩০৯
কানজুদ্দৌলার ষড়যন্ত্র ৩১২
সপ্তম : ফাতেমি সভ্যতা নিশ্চিহ্নকরণে সালাহুদ্দিনের পদক্ষেপ ৩১৩
১. ফাতেমি খলিফা আল-আজিদকে লাঞ্ছিত করা ৩১৩
২. ফাতেমি খলিফাদের জন্য নির্ধারিত রাজপ্রাসাদের মানহানি ৩১৪
৩. জামে আজহারে ফাতেমি খলিফার নামে খুতবা বন্ধ এবং
ফাতেমি মতাদর্শের পঠন-পাঠন নিষিদ্ধকরণ ৩১৫
৪. ইসমাইলি-শিয়াদের গ্রন্থাদি পুড়িয়ে ফেলা ৩১৬
৫. ফাতেমিদের ধর্মীয় উৎসব নিষিদ্ধ ঘোষণা ৩১৭
৬. ফাতেমি প্রথা, সংস্কৃতি ও মুদ্রার বিলোপ সাধন ৩১৭
৭. ফাতেমি রাজপরিবারের নিরাপত্তা ৩১৮
৮. ফাতেমি রাজধানীকে দুর্বলকরণ ৩১৮
৯. ফাতেমিদের রাসুলের বংশধর হওয়ার মিথ্যা দাবির
প্রতিরোধে আইয়ুবিদের তৎপরতা ৩১৯
১০. শাম ও ইয়েমেনে অবশিষ্ট শিয়াদের শক্তি দমন ৩১৯
ক. আফ্রিকার নিয়ন্ত্রণ ৩২৪
খ. ইয়েমেনের নিয়ন্ত্রণ ৩২৫
গ. নুবিয়া ভূখণ্ড বিজয় ৩২৭
নবম : সালাহুদ্দিন এবং নুরুদ্দিনের মধ্যকার দ্বন্দ্বের প্রকৃত বাস্তবতা ৩২৭
দশম : নুরুদ্দিন মাহমুদের মৃত্যু ৩৩৪

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# আইয়ুবি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা-৩৩৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

## সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির বংশপরিচয় ও বেড়ে ওঠা-৩৩৯


প্রথম : সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির বংশপরিচয় ৩৩৯
দ্বিতীয় : সালাহুদ্দিন আইয়ুবির জন্মগ্রহণ ৩৪২
তৃতীয় : সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির বেড়ে ওঠা ৩৪৩
সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ব্যক্তিগঠন ৩৪৫
চতুর্থ : আইয়ুবি সাম্রাজ্যের সূচনা ৩৪৮


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-৩৫০


প্রথম : খোদাভীরুতা ও ইবাদত-বন্দেগি ৩৫০
১. সালাহুদ্দিন আইয়ুবির আকিদা-বিশ্বাস ৩৫১
২. নামাজ ও ইবাদত-বন্দেগি ৩৫২
৩. জাকাত আদায় ৩৫৩
৪. রমজানের রোজা ৩৫৩
৫. হজ ৩৫৩
৬. কুরআনে কারিম শ্রবণ ৩৫৪
৭. হাদিস শরিফ শ্রবণ ৩৫৪
৮. দ্বীনের মৌলিক বিষয়াবলির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ৩৫৫
৯.আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা পোষণ ৩৫৫
দ্বিতীয় : ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা ৩৫৮
তৃতীয় : বীরত্ব ও সাহসিকতা ৩৬১
চতুর্থ : অনুগ্রহ ৩৬৩
পঞ্চম : জিহাদের ব্যাপারে গুরুত্ব ৩৬৬
ষষ্ঠ : সহনশীলতা ৩৬৯
সপ্তম : আত্মমর্যাদাবোধ ৩৭২

অষ্টম : ধৈর্যশীলতা ৩৭৮
নবম : প্রতিশ্রুতি পূরণ ৩৮১
দশম : বিনয় ৩৮২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## আইয়ুবি সাম্রাজ্যের আকিদা-বিশ্বাস-৩৮৬

প্রথম : সুন্নি মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় আইয়ুবি সাম্রাজ্যের বিস্তৃত পদক্ষেপ ৩৮৮
১. সালাহিয়্যা মাদরাসা ৩৮৯
২. মাশহাদুল হুসাইনি মাদরাসা ৩৯০
৩. ফাজিলিয়্যাহ মাদরাসা ৩৯০
৪. দারুল হাদিসিল কামিলিয়্যাহ ৩৯১
৫. সালিহিয়্যাহ মাদরাসা ৩৯২
দ্বিতীয় : শাম ও জাজিরা অঞ্চলে আইয়ুবিদের কর্মপ্রচেষ্টা ৩৯৭
তৃতীয় : আইয়ুবি শাসনামলে সুন্নি সংস্কৃতির উপাদান ৪০০
১. আল কুরআনুল কারিম ৪০০
২. হাদিস শরিফ ৪০১
৩. সুন্নি আকিদা-বিশ্বাসের মূলনীতি ৪০৩
ক. আকিদা-বিশ্বাসে ইমাম আবুল হাসান আশআরির পর্যায়ক্রম ৪০৫
প্রথম পর্যায় ৪০৫
দ্বিতীয় পর্যায় ৪০৬
তৃতীয় পর্যায় ৪০৭
প্রথম কারণ : উলামায়ে কিরামের মতামত ৪০৭
দ্বিতীয় কারণ : হাফিজ জাকারিয়া সাজি রাহিমাহুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ৪০৮
তৃতীয় কারণ : ইমাম আশআরির সংকলন 'কিতাবুল ইবানাহ' ৪০৯
খ. আশআরি রাহিমাহুল্লাহর ঐতিহাসিক মর্যাদা ৪১১
গ. আবুল হাসান আশআরি রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক তার আকিদা-বিশ্বাসের ব্যাখ্যা প্রদান ৪১২
আবুল হাসান আশআরি রাহিমাহুল্লাহর আকিদা-বিশ্বাসের উৎস ৪১৩
ঘ. আবুল হাসান আশআরি রাহিমাহুল্লাহর কিছু সংকলন ৪১৪
ঙ. ইবাদতের ব্যাপারে ইমাম আশআরি রাহিমাহুল্লাহর কষ্ট ও মুজাহাদা ৪১৫
চ. ইমাম আশআরি রাহিমাহুল্লাহর আকিদাসমূহ ৪১৬
ইমাম আবুল হাসান আশআরি রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যু ৪২৩

৪. ফিকহি মাজহাবের চর্চা ৪২৩
চতুর্থ : আইয়ুবিদের হাতে আব্বাসি খিলাফতের পুনরুজ্জীবন ৪২৫
পঞ্চম : হজের পথ এবং পবিত্র হারামাইনের সুরক্ষায় আইয়ুবি সুলতানদের অবদান ৪২৭
১. পবিত্র হারামাইন শরিফের খাদেমরূপে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ৪২৯
২. মিশর, মরক্কো এবং আন্দালুস থেকে আসা হজযাত্রীদের স্থলপথের সুরক্ষাবিধান ৪৩১
৩. হজের মওসুমে আইয়ুবি সম্রাটদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ৪৩২
ষষ্ঠ : মিশর, শাম এবং ইয়েমেনে শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে আইয়ুবিদের প্রতিরোধকর্ম ৪৩৪
সপ্তম : সুন্নি মতাদর্শের জাগরণে আইয়ুবিদের সফলতার কারণসমূহ ৪৩৬
অষ্টম : সুলতান সালাহুদ্দিনের নির্দেশনায় শিক্ষনীয় বিষয়াবলি ৪৩৯
১. দায়িত্বশীলের নিঃশর্ত আনুগত্য ৪৪০
২. দাওয়াতের ক্ষেত্রগুলো থেকে বিদআতের চিহ্ন নির্মূলকরণ ৪৪০
৩. ধর্মীয় গোঁড়ামি নিষিদ্ধকরণ ৪৪০
৪. প্রজাসাধারণের প্রতি ইনসাফ ও অনুগ্রহের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে উৎসাহ ৪৪১
৫. বিচারকার্য সম্পাদনের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান ৪৪১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## সালাহুদ্দিন আইয়ুবির নিকট উলামা ও ফুকাহায়ে কিরামের মর্যাদা-৪৪৩

প্রথম : কাজি আল-ফাজিল ৪৪৫
১. প্রচারবিভাগ-প্রধানের দায়িত্ব ৪৪৮
২. কাজি আল-ফাজিল ও সুলতান সালাহুদ্দিনের সৈন্যবাহিনী ৪৫০
৩. কাজি আল-ফাজিল ও ফাতেমীয় বিরোধিতা দমন ৪৫১
৪. মিশরে প্রশাসনিক পুনর্গঠন ৪৫২
৫. কাজি আল-ফাজিল ও মিশরে সুন্নি মতাদর্শের পুনর্জীবন ৪৫৪
৬. কাজি আল-ফাজিল ও ফাতেমি রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ৪৫৯
৭. কাজি আল-ফাজিল ও জিহাদ ৪৬২
৮. কাজি আল-ফাজিল ও তার সাহিত্যানুরাগ ৪৬৩
৯. সুলতান সালাহুদ্দিনের মৃত্যুর পর ঐক্যের প্রতি তার আহ্বান ৪৬৫
১০. কাজি আল-ফাজিলের মৃত্যু ৪৬৯
দ্বিতীয় : হাফিজ আস-সিলফি ৪৭০

১. আলেকজান্দ্রিয়ায় তার আগমন ৪৭০
২. মাদরাসা ও আস-সিলফির ইলমি কর্মতৎপরতা ৪৭৩
৩. মাদরাসায়ে আদিলিয়্যাহ (সিলফিয়্যা) ৪৭৪
৪. আবু তাহির আস-সিলফি রাহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ৪৭৯
ক. জীবনভর তার মেহনত ও পরিশ্রম ৪৭৯
খ. নিজ মজলিসের প্রতি তার গুরুত্ব ৪৭৯
গ. কিতাব সংগ্রহ ও অধ্যয়নের প্রতি ভালোবাসা ৪৮০
৫. শিক্ষিতদের সাথে তার সম্পর্ক ৪৮০
৬. জনসাধারণের সাথে তার সম্পর্ক ৪৮১
৭. ফাতেমি রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্ক ৪৮২
৮. আইয়ুবি সাম্রাজ্যের ব্যক্তিদের সাথে তার সম্পর্ক ৪৮৩
৯. কবি হাফিজ আস-সিলফি ও কবিদের সাথে তার সম্পর্ক ৪৮৫
১০. হাফিজ আস-সিলফির মৃত্যু ৪৮৮
তৃতীয় : আবু তাহির ইবনু আওফ ইস্কান্দারি ৪৮৯
চতুর্থ : আবদুল্লাহ ইবনু আবি আসরুন ৪৯৪
১. আবদুল্লাহ ইবনু আবি আসরুন ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ৪৯৫
২. বিচারকার্যে ইবনু আবি আসরুনের নিয়োগ ৪৯৬
৩. ইবনু আবি আসরুনের ইলমি কর্ম ৪৯৯
৪. শরফুদ্দিন ইবনু আবি আসরুনের সাহিত্যকর্ম ৫০০
৫. খিলাফতে আব্বাসিয়ার নিকট তার সুসংবাদ বয়ে নেওয়া ৫০১
৬. দৃষ্টিহীনতায় আক্রান্ত আবদুল্লাহ ইবনু আবি আসরুন ৫০২
৭. ইবনু আবি আসরুনের মৃত্যু ৫০৪
পঞ্চম : ফকিহ ইসা আল-হাক্কারি ৫০৫
সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির মন্ত্রিত্ব লাভের ক্ষেত্রে তার সহায়তা ৫০৬
সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ও নুরুদ্দিনের মাঝে সম্পর্ক ঠিক করা ৫০৬
মসুলবাসীর সাথে চুক্তিতে তার ভূমিকা ৫০৭
খালাতের মন্ত্রীর সাথে তার আলাপ-আলোচনা ৫০৮
একজন বিশেষ কাজের লোক ৫০৮
ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার সাহসিকতা ৫০৯
ষষ্ঠ : জায়নুদ্দিন আলি ইবনু নাজা ৫১১
সপ্তম : ইমাদ ইস্পাহানি ৫১৪
অষ্টম : আল-খুবুশানি ৫১৮

প্রথম অধ্যায়

# আইয়ুবি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাপূর্ব ক্রুসেড যুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

# ক্রুসেড যুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মুসলিম বনাম পশ্চিমা খ্রিষ্টান ও অন্যান্যদের সাথে পরিচালিত ক্রুসেড যুদ্ধ হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষে শুরু হয়েছে, আবার হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে এসে ফুরিয়ে গেছে, এমন কিন্তু নয়; বরং সে সময়ের যুদ্ধগুলো সুদীর্ঘ সংঘাতের চলমান পরম্পরার অংশমাত্র, এর সূচনা ইসলামের সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই আরম্ভ হয়েছে[১] এবং পালাক্রমে ইসলামের আবির্ভাবকাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় অবধি আবর্তিত হয়েই চলেছে।

এ সংঘাতের পুরোটা মোটাদাগে পাঁচটি[২] অংশে ভাগ করা যায়। একেকটি অংশের যুদ্ধকাল একটু স্তিমিত হতে-না-হতেই দ্বিতীয় অংশের দাবানল বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ইসলামি শক্তির উপর ছড়িয়ে পড়েছে বিপুল আক্রোশে এবং ব্যাপক উগ্রতা, নোংরামি ও সহিংসতা ব্যবহার করে।[৩] সে পাঁচটি অংশ হলো—

---

[১] *দুরুসুন ওয়া তাআম্মুলাতুন ফিল হুরুবিস সালিবিয়্যাহ লি আলি কাসিম*, পৃষ্ঠা : ৩০।

[২] মূল গ্রন্থ (২০০৮ দ্বিতীয় সংস্করণ, দারুল মারিফাহ, বৈরুত) এবং খোদ গ্রন্থকারের সরবরাহ-করা একটি মূল সংস্করণে আমরা একটি অভিন্ন প্রমাদ লক্ষ করেছি; এ দুইটি সংস্করণেই ক্রুসেড যুদ্ধের সংঘাতপর্ব ছয়টি বলা হলেও বিবরণ করা হয়েছে পাঁচটি সংঘাতপর্ব। তাই প্রকারভেদে উল্লিখিত সংখ্যাকে গৌণ রেখে বিবৃত আলোচনাকে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি এবং স্বাভাবিকতই পাঠক যেন বিভ্রান্ত না-হন, তাই 'ছয়'-কে 'পাঁচ' করে প্রমাদটির সমাধান করেছি।—সম্পাদক

[৩] *হাজানাতুন মুজাহ্দাতুন ফিত তারিখিল ইসলামি*, ড. ইমাদুদ্দিন, পৃষ্ঠা : ২৬।

## প্রথম : বাইজেন্টাইন

ইসলামের বিরুদ্ধে বাইজেন্টাইন তৎপরতার শুরু ছিল রিসালাতের যুগ থেকে; হিজরি পঞ্চম বছর থেকে দুমাতুল জান্দাল, জাতুস সালাসিল (ব্যাটল অফ চেইন), মুতা এবং তাবুকের যুদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত উসামা ইবনু জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক অভিযান এ তৎপরতারই পরম্পরা।

এ প্রেক্ষাপটে বাইজেন্টাইন সামরিক বাহিনী দক্ষিণদিক থেকে অগ্রসরমাণ নব ইসলামি হুমকি উপলব্ধি করতে শুরু করে; বিশেষ করে উদীয়মান ইসলামি সাম্রাজ্য আরব উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলের বেশ কিছু বড়সড় আরব গোত্রকে রোমানদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে নিলে তাদের এ আশঙ্কা আরও চরমে পৌঁছে। বাইজেন্টাইনরা হয় ইসলামি শক্তির তৎপরতার প্রতিক্রিয়ায়, নাহয় ইসলামি শক্তির বিরুদ্ধে নতুন উদ্যমে চক্রান্ত শুরু করার সর্বশেষ ফলাফল হিসেবে দিন দিন তাদের সামরিক শক্তি এ নতুন চ্যালেঞ্জের মাত্রাবৃদ্ধি টের পেতে শুরু করে এবং গ্রহণ করে একে থামানোর প্রস্তুতি।

এ কথা সত্য, তাদের প্রস্তুতি অনেক সময় ঠিক অতটা আশানুরূপ হতো না। হতে পারে, যে তথ্যের ভিত্তিতে বাইজেন্টাইন শাসকযন্ত্র প্রস্তুতির সম্মতি দিত, তা নিখুঁত ছিল না। কিন্তু ক্রুসেডের এ অংশের পরিণতি এ-ই ছিল, রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুর পরপরই চলমান এ যুদ্ধের আগুন বহু গুণে বৃদ্ধি পায় এবং ইসলামি শক্তিও বাইজেন্টাইনশাসিত অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।[৪]

খুলাফায়ে রাশেদা ও এর পরবর্তী যুগে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চল থেকে বাইজেন্টাইনদের বের করে দেওয়ার পর জলে-স্থলে তাদের সামরিক শক্তির বেশ কিছু প্রতিক্রিয়ামূলক পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়—পাল্টা-আক্রমণ ও শেষ রক্ষার নিমিত্তে পরিচালনা করতে দেখা যায় কিছু অভিযান; কিন্তু এর বেশির ভাগই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর পরের দশকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য আর বেশি দিন টেকেনি; বিশেষ করে উমাইয়াদের লাগাতার পশ্চাদ্ধাবন বাইজেন্টাইনকে মুমূর্ষ করে তোলে।[৫]

উমাইয়া শাসনের প্রারম্ভ হয় উমাইয়া রাষ্ট্রের স্থপতি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাত ধরে। পরবর্তীকালে আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান এবং তার সন্তান ওয়ালিদ ও সুলায়মান এর হাল ধরেন। এর বিস্তারিত বিবরণ আমার লিখিত—*আদ-দাওলাতুল উমাবিয়্যাহ : আওয়ামিলুল ইজদিহার ওয়া তাদাইয়াতুল ইনহিয়ার* তথা *উমাইয়া রাষ্ট্র : উত্থানের কারণ ও পতনের সমীকরণ* গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

---

[৪] *হাজানাতুন মুজাদ্দাতুন ফিত তারিখিল ইসলামি*, ড. ইমাদুদ্দিন, পৃষ্ঠা : ২৬।
[৫] *হাজানাতুন মুজাদ্দাতুন*, পৃষ্ঠা : ২৬-২৭।

উমাইয়াদের পরেও সিরিয়া, মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় বাইজেন্টাইনদের পশ্চাদ্ধাবন থেমে থাকেনি; উত্তর আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরের বিশাল ভূখণ্ডে তারা সম্পূর্ণরূপে পর্যদুস্ত হয়। ইউরোপের খণ্ড খণ্ড রাজ্যে মালিকানা ধরে রাখতে পারলেও আনাতোলিয়া উপদ্বীপে তারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এভাবেই সময়ের সাথে সাথে সীমিত হয়ে আসে তাদের পাল্টা আক্রমণের ধারাও। কারণ, তারা আনাতোলিয়া ও ফুরাত উপদ্বীপের সীমান্তে কেন্দ্রস্থ হয়ে গিয়েছিল; ফলে ইসলামি নেতৃত্বের সচেতনতা ও বিচক্ষণতার কারণে এর কোনো গভীর অঞ্চলে তারা আর পা রাখতে পারেনি। ইসলামি শক্তি একদিক থেকে সীমান্ত প্রহরায় ছিল, অন্যদিকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে চালাচ্ছিল লাগাতার আক্রমণ আর কন্সটান্টিনোপল অভিমুখে বারবার ঢুকে পড়ছিল বলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের হাতে—বেশির ভাগ সময়—রাজ্য বিস্তৃতির নৃশংস হামলা ও মুহুর্মুহু আক্রমণের লাগাম টেনে ধরা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

তবে হিজরি চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে আব্বাসি রাষ্ট্রব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ায় তারা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেলজুক সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ইসলামি জিহাদ-তৎপরতায় যোগ করে মজবুত শক্তি। তারা সেলজুক সুলতান আলপ আরসালানের সময়ে মালাজগির্দের যুদ্ধে (৪৬৩ হিজরি) বাইজেন্টাইন শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার মতো অপ্রতিরোধ্য বিজয় নিশ্চিত করে। এ বিজয়টিই বিদ্বেষী আক্রমণ ও হুমকির কেন্দ্রস্থল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মৃত্যুঘণ্টা হিসেবে বিবেচিত হয়। এভাবেই ধুঁকতে-থাকা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য কয়েক শতাব্দী পর উসমানিদের হাতে সমাধিত হয়।[৬] এর বিশদ বর্ণনা আমার *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ : আওয়ামিলুন নুহুজ ওয়া আসবাবুস সুকুত*[৭] গ্রন্থে উপস্থাপন করেছি।[৮]

## দ্বিতীয় : স্পেন

আন্দালুস তথা স্পেনে ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার একেবারে সূচনালগ্ন থেকে একের পর এক পাল্টা-আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেছে, যা উত্তরে, যেখানে স্প্যানিশরা মজবুত খুঁটি গেড়েছিল, সেখান থেকে পরিচালিত হতো। এসব হামলা দীর্ঘকালীন বৈরিতাকে আরও বেশি উসকে দিচ্ছিল। এর জবাবে উমাইয়া নেতৃত্ব প্রায় তিন শতাব্দীকাল ধরে করে যাচ্ছিল পাল্টা-আক্রমণ। এসব পাল্টা আক্রমণের কেন্দ্র ছিল আইবেরিয়ান উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চল—যেখানে তাদেরকে নাকানি চুবানি খাওয়ানো হচ্ছিল।

---

[৬] *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা : ৩৭।

[৭] মুসলিমজাতির ইতিহাস প্রকাশনার ধারাবাহিকতায় গ্রন্থকারের এ গ্রন্থটি মুহাম্মদ পাবলিকেশন্স *উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাস* নামে প্রকাশ করেছে।—সম্পাদক

[৮] *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যা আওয়ামিলুন নুহুজ ওয়া আসবাবুস সুকুত*, পৃষ্ঠা : ১২৫-১৪০।